আগমনকাল

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৩ ❖ ২৬ নভেম্বর - ২ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকার আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

এপিসকপাল যুব কমিশনের সুবর্ণ জয়ন্তী

খ্রিস্টের আগমন: অন্ধকারে নবজ্যোতি অবলোকন

খ্রিস্টরাজের আগমনকালের প্রস্তুতি: ক্ষমা

প্রয়াত সেলিন ডি'কস্তা (রত্নগর্ভা)
জন্ম: ২৯ নভেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
ভেটুর, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ

"সে যে ছিল মোদের আপনজন
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন
তার যত পাপ অপরাধ প্রভু
ধরো না তুমি এখন"।

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

মাগো, দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল দু'টি বছর। চলে এলো সেই ২১ নভেম্বর, যেদিন তুমি নিরবে চলে গেছো আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে। মাগো, প্রতিটি ক্ষণে তোমার আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন অভাব বোধ করছি। একটি দিনের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি মা। জীবিতকালে তুমি সবার উপকার করে গেছো। তোমার আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ এখনো আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে রয়েছে এবং সারাজীবন থাকবে। তুমি ছিলে দয়ালু, বিনয়ী, নম্র, ঈশ্বর বিশ্বাসী ও মা মারীয়ার একনিষ্ঠ ভক্ত ও একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমরা বিশ্বাস করি তুমি তোমার কর্ম ও ধার্মিকতার গুণে ঈশ্বরের রাজ্যেই আছো বাবাকে নিয়ে। ওপারে ভালো থেকো তোমার ও আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
পপি-স্টিফেন, জুঁই-মিল্টন ও প্রিন্স-সেতু
নাতি-নাতনী: জুমিক-জয়ত্রী, উইলিয়াম-হ্যারি ও আদৃত লুইস-অ্যাড্রিয়েলা।

বিজ্ঞ/৩৬১/২০২৩

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৪৩
২৬ নভেম্বর - ২ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১১ - ১৭ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নবায়নের আহ্বানে আগমনকাল ও জুবিলী পালন

মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষ বা পূজনকাল শুরু হয় আগমনকালের মধ্যদিয়ে। যা বরাবরই নভেম্বর মাসের শেষ বরিবার বা ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার হয়। এ বছর আগমনকাল শুরু হবে ৩ ডিসেম্বর থেকে। আগমনকালটা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে বিশেষ সময় যখন তারা প্রত্যাশা ও প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়। প্রত্যাশা করে যিশুর আগমনকে অনুধাবন করতে। দু'হাজার বছর পূর্বে বেথলেহেমে ত্রাণকর্তা যিশু আগমন করেছিলেন তা স্মরণ করা এবং প্রতিদিনকার বাস্তবতায় যিশু এখন মানুষের মাঝে আসেন সে সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হওয়া আগমনকালের লক্ষ্য। যিশু খ্রিস্টের গৌরবময় দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশাটাও জাগ্রত থাকে এই আগমনকালে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যিশু যেমনি আসেন তেমনি আমাদেরকেও প্রতিদিনই যিশুর কাছে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর কাছে যেতে হয়। নিজেদের অসচেতনতা এবং জাগতিক বিষয়বস্তু ও ক্রিয়াকর্ম নিয়ে অতি ব্যস্ততার কারণে আমাদের আটপৌড়ে জীবনে যিশুর আগমন যেমনি আমরা বুঝতে পারি না তেমনি তাঁর কাছে বা মণ্ডলীর কাছে ও কাজে যাবার সময়ও বের করতে পারিনা। তাই আগমনকাল সেই সময় যখন একটু থেমে আত্মসচেতন হতে পারি ও নিজেকে মূল্যায়িত করতে পারি। নিজের দুর্বলতা জেনে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যাশা করি ও প্রচেষ্টা চালাই। তাই আগমনকালে আমাদের গমন হবে পাপময়, অন্ধকার বা পুরনো অবস্থা থেকে নতুনের দিকে যাওয়া, আলোর দিকে যাওয়া। পাপস্বীকার করে, প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ও পুনর্মিলিত হয়ে, প্রার্থনা ও উপবাসসহ ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার ও ভালো কাজের মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর আগমনের পথকে প্রস্তুত করতে পারি। তবে অন্যের কাছে ক্ষমা চাওয়া, নিজেকে ক্ষমা করা ও অন্যকে ক্ষমা করার মধ্যদিয়েও আমরা পারস্পরিক অন্ধকার দূর করতে পারি।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান যুবক-যুবতীদেরকে আলোর পথ দেখাতে ও জীবন জ্যোতি যিশুর দিকে চালিত করতেই ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এপিসকপাল যুব কমিশন। আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর তারুণ্যের উদ্দীপনায় উক্ত কমিশনের রজত জয়ন্তী দু'দিনব্যাপী পালিত হয় ১০-১১ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সিবিসিবি সেন্টারে। অতীতের দিকে তাকিয়ে উত্তম কি হয়েছে তা আবিষ্কার করা ও ধন্যবাদ দেওয়া এবং হতে না পারার কারণ বের করে তা উত্তরণের প্রত্যয়ে সামনের দিকে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয় রজত জয়ন্তীতে। রজত জয়ন্তীতে এসে যুব কমিশন মূল্যায়ন করবে যুবদেরকে গঠিত করে উত্তম খ্রিস্টীয় নেতাতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নিয়ে। মাত্র নিজের উন্নয়ন নয় সমাজের উন্নয়নে অংশ নেবার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বিবেচনা করা।

প্রাকৃতিক বৈরিতা সত্ত্বেও ১৭ নভেম্বর ঢাকা আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব ঘটা করেই উদ্‌যাপিত হলো। আয়োজনে শুধুমাত্র শতবর্ষী বিশপ ভবন ও ভবনে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের কীর্তিগাঁথাই নয় কিন্তু ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও সেবাকর্মের গভীরতা অনুসন্ধান করার একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। আশা করা যায় শুধুমাত্র উদ্‌যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বাস ও সেবাকর্ম বিস্তারে নতুন করে মনোযোগিতা ও প্রচেষ্টা আসবে জুবিলী পালনের মধ্যদিয়ে। জাগতিক ও প্রাকৃতিক বৈরিতার মধ্যেও বিশ্বাসীয় ও সেবার জীবনে স্থিরতা, দৃঢ়তা ও প্রসারতার সুতীব্র আকাঙ্খা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের চলমান ঐতিহ্য হয়ে থাকুক।

অতীতকে শ্রদ্ধা করা, প্রবীণদেরকে সম্মান দান করাও যেকোন জুবিলী পালনের একটি লক্ষ্য হওয়া দরকার। আনন্দ প্রকাশ-ধন্যবাদ জ্ঞাপন জুবিলীর একটি লক্ষ্য কিন্তু অন্যতম প্রধান লক্ষ্য নিজেদেরকে মূল্যায়ন করা ও সামনে এগিয়ে চলার রসদ জোগাড় করা। আগমনকালে আমরা আত্মমূল্যায়নে কিছুটা সময় ব্যয় করে নবায়িত হবার সুযোগটি গ্রহণ করি; যে নবায়নের আহ্বানে আমরা পালন করি বিভিন্ন জুবিলী ও পূর্তি উৎসব। †

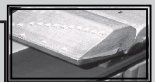

উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। মথি ২৫:৪০।

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

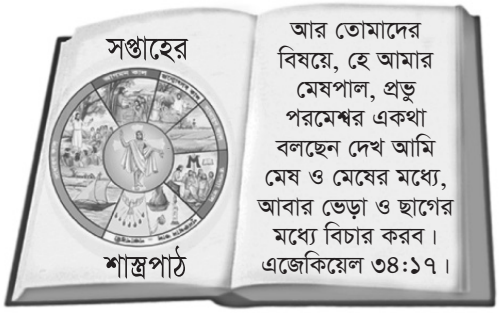

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ নভেম্বর - ২ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৬ নভেম্বর, রবিবার

বিশ্বরাজ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, *মহাপর্ব*

এজে ৩৪: ১১-১২, ১৫-১৭, সাম ২৩: ১-৬, ১ করি, ১৫: ২০-২৬, ২৮, মথি ২৫: ৩১-৪৬

২৭ নভেম্বর, সোমবার

দানি ১: ১-৬, ৮-২০, সাম দানি ৩: ৫২-৫৬, লুক ২১: ১-৪

২৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার

দানি ২: ৩১-৪৫, সাম দানি ৩: ৫৭-৬১, লুক ২১: ৫-১১

২৯ নভেম্বর, বুধবার

দানি ৫: ১-৬, ১৩-১৪, ১৬-১৭, ২৩-২৮, সাম দানি ৩: ৬২-৬৭, লুক ২১: ১২-১৯

৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় পর্ব

রোম ১০: ৯-১৮, সাম ১৮: ২-৫, মথি ৪: ১৮-২২

১ ডিসেম্বর, শুক্রবার

দানি ৭: ২-১৪, সাম দানি ৩: ৭৫-৮১, লুক ২১: ২৯-৩৩

২ ডিসেম্বর, শনিবার

দানি ৭: ১৫-২৭, সাম দানি ৩: ৮২-৮৭, লুক ২১: ৩৪-৩৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ নভেম্বর, রবিবার

+ ২০০৫ ফাদার সিল্‌ভানো জেন্নারি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী রীটা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ নভেম্বর, সোমবার

+ ১৯৯৯ ফাদার সেবাস্তিনো তেদেস্কো এসএক্স (চট্টগ্রাম)

২৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার

+১৯৭৭ ফাদার ডমিনিক ডি' রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার আব্রাহাম গমেজ (ঢাকা)

২৯ নভেম্বর, বুধবার

+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী আলমা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী মিরিয়াম পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

+ ২০১৮ সিস্টার মেরী ক্যান্ডিডা আরএনডিএম

১ ডিসেম্বর, শুক্রবার

+ ২০০৮ সিস্টার জসিন্তা দেশাই সিআইসি (দিনাজপুর)

২ ডিসেম্বর, শনিবার

+ ২০১৩ সিস্টার মেরী সিসিলিয়া পিসিপিএ

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

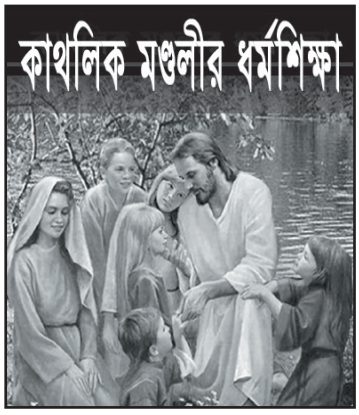

১৬৪২: খ্রীষ্টই এই অনুগ্রহের উৎস:"প্রাচীনকালে ঈশ্বর যেমন তার মনোনীত জাতির সঙ্গে প্রেম ও বিশ্বস্ততার সন্ধি স্থাপন করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, ঠিক তেমনি আমাদের মুক্তিদাতা, মণ্ডলীর বর খ্রীষ্টও বর্তমানে বিবাহ সংস্কারের মধ্যদিয়ে খ্রীষ্টান স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে বাস করেন, তাদের ক্রুশ গ্রহণ করে তাকে অনুসরন করতে, পতিত হওয়ার পর আবার উত্থান করতে,পরস্পরকে ক্ষমা করতে, পরস্পরের বোঝা বহন করতে,"খ্রীষ্ট ভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হতে" এবং অতিপ্রাকৃত, কোমল ও ফলপ্রদ ভালোবাসায় পরস্পরকে ভালোবাসতে শক্তি দান করেন। তাদের ভালোবাসা ও পারিবারিক জীবনের সুখ আনন্দে তিনি এ জগতেই মেষশাবকের বিবাহ উৎসবের পূর্ব আস্বাদন দান করেন:

কি করে আমি বিবাহের আনন্দ প্রকাশ করতে পারি যে বিবাহ খ্রিষ্টমণ্ডলী দ্বারা সংযুক্ত,অর্ঘ্য দ্বারা শক্তিশালী আশীর্বাদের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, দূতগণের দ্বারা ঘোষিত, এবং পিতা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে? কতই না আশ্চর্য দু'জন বিশ্বাসীভক্তে মধ্যকার বন্ধন, যারা এখন প্রত্যাশায় এক, বাসনায় এক, ত্যাগ সাধনায় এক, একই সেবাধর্মে এক! তারা উভয়েই একই পিতার সন্তান, একই প্রভুর দাস-দাসী, আত্মায় ও দেহে অবিভক্ত, সত্যিই দু'জনে একই দেহ। যেখানে দেহ এক, সেখানে আত্মাও এক।

॥৬॥ দাম্পত্য প্রেমের উদ্দেশ্যসমূহ ও করণীয় দাবিসমূহ

১৬৪৩: "দাম্পত্য ভালোবাসা সামগ্রিক হয় যেখানে ব্যক্তির সমস্ত দিক জড়িত- দেহের আবেদন ও প্রবৃত্তি, অনুভূতি ও অনুরাগের ক্ষমতা,আত্মা ও ইচ্ছাশক্তির বাসনা। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তির গভীর মিলন, যে মিলন একই দেহের মিলনকে ছাড়িয়ে একমন ও একাত্মার মিলনের দিকে ধাবিত; এই মিলনের দাবি হচ্ছে পারস্পরিক আত্মদানে অবিচ্ছেদ্যতা ও বিশ্বস্ততা, এবং প্রজননের দিকে উন্মুক্ততা। এক কথায়, এগুলো হল প্রকৃতিগত সকল দাম্পত্য ভালোবাসার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এতে রয়েছে একটি নতুন তাৎপর্য যা সেগুলোকে শুধু কলুষমুক্ত ও সবলই করে না,বরং এমন পর্যায়ে উন্নীত করে যে, সেগুলো বিশেষ খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধরূপে প্রকাশ পায়।"

বিবাহের ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্যতা

১৬৪৪: প্রকৃতি অনুসারে দম্পতিদের ভালোবাসার দাবি হচ্ছে তাদের যুগল-ব্যক্তিসমাজের মধ্যে ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্যতা যা তাদের গোটা জীবনেই ব্যপ্ত করে: "তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ"। তারা তাদের "পারস্পরিক পূর্ণ আত্মদানের বিবাহ প্রতিজ্ঞার প্রতি প্রতিদিনের বিশস্ততার মধ্য দিয়ে মিলন বন্ধনে অব্যাহতভাবে বেড়ে উঠতে আহূত"। এই মানবীয় মিলন বিবাহ সংস্কারের মাধ্যমে প্রদত্ত যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলন দ্বারা সুদৃঢ়, পবিত্র ও সম্পূর্ণ করা হয়। একই বিশ্বাসে জীবন যাপন ও একসঙ্গে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে মিলন গভীর হয়ে ওঠে।

১৬৪৫: "বিবাহের ঐক্য, যা প্রভু যীশু সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে গেছেন, তা ও পুরুষ ও নারীর ব্যক্তির সমান মর্যাদায়, পারস্পরিক ও নিঃশর্ত ভালোবাসায় স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। বহু-বিবাহ অবিভক্ত ও একক দাম্পত্য ভালোবাসার পরিপন্থী॥

ফাদার সাগর রোজারিও ওএমআই

১ম পাঠ : এজে ৩৪: ১১-১২, ১৫-১৭
২য় পাঠ : ১ করি, ১৫: ২০-২৬, ২৮
মঙ্গলসমাচার : মথি ২৫: ৩১-৪৬

খ্রিস্টরাজা: এ ধরায় ন্যায় ও শান্তির রাজা

প্রিয়জনেরা, যখন আমরা কোন রাজার কথা বলি সাধারণ অর্থে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এই জগত সংসারের ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকা অনেক রাজা বাদ্‌শাদের চিত্র তাদের কার্যক্রম, আচরণবিধি, শাসন পদ্ধতি, জীবনাচরণ ইত্যাদি। কিন্তু আজ আমরা এমন এক রাজার কথা স্মরণ করি, এমন এক রাজাকে নিয়ে ধ্যান করি যার কথা স্মরণ করলেই মানসপটে ভেসে ওঠে সেই রাজা যার রাজত্ব শুধু এই জগৎ সংসারে নয় বরং গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী, যার প্রজা/ভক্তজন শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির ভূ-খণ্ডের নয় বরং সারাবিশ্বময় গোটা মানবজাতিকে নিয়ে। অর্থাৎ তিনি এক মহান রাজা, স্বর্গ ও মর্তের রাজা, সর্ব মানব জাতির রাজা তিনি। আর তার রাজত্ব এই সংসারের/জাগতিক রাজার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তার রাজ্যের নীতি সর্ব মানবের কল্যাণে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত এক রাজ্য নীতি। যেখানে ভোগ বিলাস, ক্ষমতা, শক্তি কোন কিছুর স্থান নেই। তার রাজ্য পরিচালনার মূলনীতিই হচ্ছে ভালো বাসা, সেবা, ন্যায্যতা ও শান্তি। এই নীতির মূল এবং একমাত্র লক্ষ্যই হলো এই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো তার ঐশ রাজ্য, ক্রুশ হলো তার সিংহাসন, ঐশবাণী হলো এই রাজ্যের সংবিধান যার মূলনীতি ভালোবাসা।

ভালোবাসার মূলনীতিকে সামনে রেখে তিনি শুধু শান্তি স্থাপনের কথাই বলেন না তিনি ন্যায় বিচারকও বটে। আমরা যখন সামসঙ্গীত ৭২ পড়ি বা ধ্যান করি সেখানে দেখি এই রাজা কিভাবে তার রাজ্যে রাজত্ব করেন। যেখানে উল্লেখ্য আছে যে, তিনি সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মময়তার সাথে রাজত্ব করবেন; তিনি দীন-দুঃখী মানুষের সুবিচারই করবেন। তার ন্যায় নীতি মুক্তিদায়ী। আর এই মুক্তিদায়ী ন্যায়নীতিই গোটা মানব জাতির কাছে হয়ে উঠেছে একটি শুভসমাচার, উঠেছে মঙ্গলসমাচার।

সাধু লুকের লেখা মঙ্গলসমাচারে ৪ঃ১৭-২১ যেখানে বলা হয়েছে; "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি দীন-দুঃখীদের কাছে শুভ সংবাদ দেবার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। বন্দীর কাছে মুক্তি ও অন্ধের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে, এবং প্রভুর অনুগ্রহের-বর্ষ ঘোষণা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

খ্রিস্ট রাজার ন্যায়পরায়নতা সৃষ্টিশীল যা এই পৃথিবীর গতানুগতিক প্রচলিত বিচার ও ন্যায্যতার থেকে পুরোটাই ভিন্ন ধরনের। তার শিক্ষায় পারস্পারিক সম্পক উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে উঠে এসে শান্তি স্থাপন করা যায় সে বিষয়ে তিনি বলেন; "তোমরা শুনেছ প্রাচীনকালে বলা হয়েছিল, তোমরা প্রতিবেশিকে ভালোবাসবে আর শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোইবাস ও যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর"*(মথি ৫ঃ৪৩-৪৪)*।এই শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্ট আমাদের ন্যায্যতার দ্বন্দ্ব সংঘাতের দেওয়ালকে ভেঙ্গে চুড়মার করো দিয়ে একটি নতুন পরিবেশের জন্ম দেন যার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটে এবং শত্রু হয়ে ওঠে আমাদের মিত্র/বন্ধু।

রাজাধিরাজ যিশু খ্রিস্টের শাসনও ন্যায়নীতির ন্যায্যতার মাপকাঠিতে অপরাধী বা যে কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জীবনকে নতুন করে গঠনের সুযোগ রয়েছে পূর্ণভাবে, রয়েছে সংলাপের সুযোগ। যেখানে অপরাধী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ ও পথভ্রষ্ঠ ব্যক্তি খুঁজে পায় সমাধানের পথ। আমরা দেখি যোহন রচিত মঙ্গল সমাচারে ৮:১০ পদে একজন মেয়ে যে ব্যভিচার করেছিল তাকে ইহুদী ধর্মনেতাদের কবল থেকে যিশু উদ্ধার করেছিলেন আর মেয়েটিকে বরেছিলেন "তোমাকে দণ্ডিত করছিনা, এখন যাও আর কখনও পাপ করো না"।

সত্যিকার ভাবেই, খ্রিস্ট রাজা যিশু এই জগতে এসেছিলেন শান্তির মহা বাণী নিয়ে এবং সেই বাণীর আলোকে আমাদের অনন্ত আলোর সন্ধান দিতে। তার এই সত্যের আলো সর্বমানব কল্যাণে নিবেদিত, ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ, এবং প্রতিটি জাতিগোষ্ঠি ও সমস্ত ধর্ম-বর্ণের কাছে তাঁর এই মহা শান্তির ও ন্যায়ের নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য। খ্রিস্ট রাজার পর্ব আমাদেরকে সেই নীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আসুন খ্রিস্ট রাজার ভালোবাসার, প্রেম, ক্ষমা, সেবা ও শান্তির নীতিতে বলীয়ান হয়ে আমাদের ব্যক্তি, সামাজিক ও মাণ্ডলিক জীবনে খ্রিস্টরাজার সাক্ষ্য বহন করি॥

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দেখতে দেখতে আমরা ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ শেষ করে নতুন বছর ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ শুরু করতে যাচ্ছি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যেই বড়দিন সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েই সাজানো হচ্ছে বড়দিন সংখ্যা। **আর প্রতিবেশীর পরবর্তী সংখ্যাটি (৪৪ সংখ্যা) হবে এ বছরের জন্য সাধারণ শেষ সংখ্যা**। আপনার গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে বড়দিন সংখ্যাটি বুঝে নিন। **– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

খ্রিস্টের আগমনঃ অন্ধকারে নবজ্যোতি অবলোকন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আমাদের মাণ্ডলিক জীবনে প্রতিটি পূজনবর্ষে আগমনকাল আসে গভীর বিশ্বাস, প্রতীক্ষা, আনন্দ ও প্রত্যাশার সুমহান বাণী নিয়ে। যে বাণী কখনো বিফলে যাবে না, যে বাণী কখনো থেমে থাকবে না। কারণ প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজেই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে কিন্তু তাঁর বাণী কখনো লোপ পাবে না। তাই আগমনকাল আমাদেরকে আহ্বান করে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় আমাদের বিশ্বাসের প্রদীপ সর্বদা জ্বালিয়ে রাখতে। 'আগমনকাল' শব্দটিকে আমরা এভাবে দেখতে পারি, 'আ' অক্ষরটি দ্বারা 'আবার বা আমাদের', 'গমন' শব্দটি দ্বারা 'যাওয়া' এবং 'কাল' শব্দটি দ্বারা 'সময়'। অর্থাৎ আগমনকাল হচ্ছে 'আমাদের পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে খ্রিস্টের কাছে যাওয়ার সময়'। অন্যভাবে হতে পারে, এই জগতে খ্রিস্টের আবার আসার সময় হল আগমনকাল। এই আগমন বাহ্যিক কিংবা জাগতিক কোন বিষয় নয়। কেননা প্রভু যিশু ইতোমধ্যেই আমাদের মাঝে আছেন; তাই আমাদের গমন হবে পাপময়, অন্ধকার বা পুরনো অবস্থা থেকে নতুনের দিকে যাওয়া, আলোর দিকে যাওয়া।

আমরা যদি বর্তমান বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রাখি তাহলে দেখতে পাই, আগমনকালে আসন্ন বড়দিনকে কেন্দ্র করে আমাদের বাহ্যিক প্রস্তুতি আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির চেয়ে অনেক বেশি। বাহ্যিক বিষয় আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, আমরা প্রস্তুতি নেই সে বস্তুটি লাভের জন্য যা কিনা ক্ষণস্থায়ী। অথচ যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটিই যেন আমরা অনেক বেশি অবহেলা করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আগমনকালে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি খুবই প্রয়োজন প্রভু যিশু খ্রিস্টের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য; তাঁকে আমাদের অন্তরে গ্রহণ করার জন্য। কেননা তিনি ছিলেন পিতার কাছে এবং মানুষ হয়ে তিনি এই জগতে বাস করেছেন আমাদেরই মত। আজ তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান এবং আমাদের হৃদয়ে তিনি বাস করতে চান। এক্ষেত্রে আমাদের পাপময় অবস্থা খ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তরায়। তাই আগমনকালে বাহ্যিকতার চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি খুব বেশি প্রয়োজন। প্রভু যিশুখ্রিস্ট বেথলেহেমের গোয়ালঘরে একবারই জন্মগ্রহণ করেছেন। আগমনকালে তিনি জন্মগ্রহণ করতে চান আমাদের অন্তর-গোশালায়। এদিক থেকে আগমনকাল আমাদের অন্তর-গোশালা যিশুর জন্য প্রস্তুত করার কাল।

আগমনকালে আমরা বিশেষভাবে ধ্যান করে থাকি প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরাগমনের কথা। তিনি দু'হাজার বছর পূর্বে একবার এসে আমাদের পরিত্রাণের কাজ আরম্ভ করে গেছেন এবং তা শেষ করার দায়িত্ব আমাদের দিয়ে গেছেন; যাতে শেষ বিচারের দিনে তিনি যখন মহাপ্রতাপে বিচারকরূপে আবার আসবেন তখন যেন আমরা সুদ-সমেত তার হিসাব দিতে পারি। তাই এ সময়ে যিশুখ্রিস্টকে নতুনভাবে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ তাঁর আগমন কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা পরিকল্পনার মধ্যে সীমবদ্ধ নয়; ভাষা কিংবা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আমাদের সক্ষমতা কিংবা অক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সীমাবদ্ধ আমাদের প্রস্তুতির মধ্যে। এজন্য আমাদের কাছে আগমনকালের প্রথম দাবী মনপরিবর্তন। সাধু পল বলেন, "মনপরিবর্তন তখনই ঘটে যখন খ্রিস্ট আমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন" (*এফেসীয় ৩:১৪*)। মনপরিবর্তন মানে যিশুর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তাঁর দেখানো পথে চলা। আজ যিশুর চোখ দিয়ে আমাদের বর্তমান জগতকে দেখতে হবে। যিশুর চোখ দিয়ে জগতকে দেখা মানে তাঁর মনোভাব আমাদের মধ্যে ধারণ করা। আর যিশুখ্রিস্টের মনোভাব হৃদয়ে ধারণ করাই হল বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে জগতকে দেখে তার অন্তরদৃষ্টি বিস্তৃত হয়, সে অনবরত লাভ করে নবজ্যোতি।

পিতা ঈশ্বর সর্বদা আমাদের ভালোবাসেন ও ক্ষমা করেন। আমরা যত বড় পাপীই হই না কেন, যতই অখ্রিস্টানের ন্যায় জীবনযাপন করি না কেন, ঈশ্বর সর্বদা আমাকে ভালোবাসেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল থাকি। আমাদের প্রভু ও গুরু যিশুখ্রিস্ট নিজেও তাই করেছেন; তিনি প্রতিটি মুহূর্তে পিতার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। আজ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও ভালোবাসি; কেননা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসাই গোটা জীবনটাকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে তুলে। আমাদের এই পৃথিবীতে থাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেই নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও অপেক্ষা করা; যে নতুন স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে দান করবেন। প্রভু যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে আমরা নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গের নাগরিকত্ব পেয়েছি। এখন শুধু প্রয়োজন ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাথে আমাদের পরিকল্পনা একীভূত করা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে- আমরা কি নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গের পথ ধরে এগিয়ে চলছি? যিশুর সময়ে যেমন অনেক শাস্ত্রী, ফরিসী, মহাযাজক,

সাদুকী ও ইহুদীরা যিশুর আগমনকে গ্রহণ করেনি, আজও ঠিক তেমনি আমরা অনেকেই খ্রিস্ট এবং তাঁর বাণী অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছি না। আমাদের জাগতিক মনোভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, নিজেদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে প্রায়শই অন্ধ করে রাখে। তখন আমরা অন্ধকারে থেকেও মনে করি আলোতেই তো আছি, ভালই তো আছি। জীবনের এমন পরিস্থিতেই আমরা যিশুকে চিনতে পারি না, তাঁকে গ্রহণ করি না। কারণ আমরা ভুলে যাই, "ঝাড়াই-বেলচাটা ওই তো তাঁর হাতেই রয়েছে; তাঁর খামারের সবকিছুই এবার ঝাড়াই-বাছাই করবেন তিনি। তাঁর যত গম তিনি গোলাবাড়িতে এনে রেখে দেবেন। তুষগুলো কিন্তু, নেভে না, এমন এক আগুনে ফেলে দিয়ে তিনি পুড়িয়ে ফেলবেন" (*মথি ৩:১২*)।

সাধু পল প্রায় ২০০০ বছর আগে থে সালোনিকীয়দের কাছে লেখা তাঁর পত্রে ভালোবাসার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর মতে খ্রিস্টের শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূলে রয়েছে ভালোবাসা। আর যেখানে ভালোবাসা রয়েছে, সেখানেই খ্রিস্টের পরিপূর্ণ আগমন ঘটে। এই পৃথিবীতে আমরা দু'দিনের তীর্থযাত্রী। তাই সময় থাকতে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে, খ্রিস্ট যেদিন আসবেন সেদিন আমরা যেন তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারি। নতুন নিয়মে আমরা দেখি, দীক্ষাগুরু সাধু যোহন খ্রিস্টের আগমনের জন্য সে সময়ে মনপরিবর্তন দ্বারা মানুষদের প্রস্তুত করছেন। এমনকি যিশু নিজেও তাঁর প্রচার কাজ শুরু করার পূর্বে দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে মরুভূমিতে ৪০ দিন উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। সাধু মথির লেখা মঙ্গলসমাচারের *২৫:১-১৩* পদে বর্ণিত দশজন নির্বোধ ও বুদ্ধিমতি কুমারীর গল্পেও আগমনকালীন প্রস্তুতির বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। সেই দশ কুমারীর মধ্যে যাদের ভাল প্রস্তুতি ছিল কেবল সেই পাঁচজন বুদ্ধিমতিই বরকে বরণ করতে পেরেছিল, অন্যরা নয়। এখানে বুঝতে পারি আগমনকালে যিশুকে বরণের জন্য বা তাঁর সঙ্গে বিবাহ উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে প্রভু যিশুর জন্মতিথি পালনের আগে অর্থাৎ আগমনকালে যে প্রস্তুতি নেয়া হয় তা কখন কিভাবে শুরু হয়েছিল তা উদঘাটন করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে চতুর্থ শতাব্দীর দিকে কেউ ২৫ ডিসেম্বর আবার কেউ ৬ জানুয়ারি প্রভু যিশুর জন্মোৎসব পালন করত। ৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ম্যাকন নামক জায়গায় এক মহাসভায় বলা হয় যে, ১১ নভেম্বর থেকে যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্তকালীন নিয়মানুযায়ী সোম, বুধ এবং শুক্রবার উপবাস করতে হবে। ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্পেনে আগমনকালের জন্য ৫ সপ্তাহ ধরা হত এবং উপবাস করা হত। তবে এটি কেউ শুরু করতেন ১১ নভেম্বর থেকে আবার কেউ করতেন ১৫ নভেম্বর থেকে। বর্তমানে উপাসনায় আগমনকালের যে কাঠামো তার প্রবর্তক হলেন পোপ ১ম গ্রেগরী। তিনি আগমনকালের সময় কমিয়ে ৪ সপ্তাহ নির্দিষ্ট করেন এবং আগমনকালীন প্রার্থনা, সামসঙ্গীত, ধূয়ো, বাণীপাঠ, খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা ও কাঠামো প্রস্তুত করেন। ৯ম শতাব্দীতে ফ্রান্সে যখন রোমীয় উপাসনা রীতি পরিচিতি লাভ করে তখন পোপ ১ম গ্রেগরীর আগমনকালীন এই প্রস্তাব সেখানে স্থান পায় এবং গালিলীয়ান প্রার্থনা ও রীতিনীতির সাথে সংযুক্ত রেখে সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে ১০ম শতাব্দীতে রোমান ও গালিলীয়ান রীতি অনুযায়ী আগমনকালীন উপাসনা অনুষ্ঠানটি রোমে আনা হয় এবং মণ্ডলীর দ্বারা তা আরো পরিমার্জিত ও বর্ধিত করা হয়, যা বর্তমানে প্রচলিত। বিংশ শতাব্দীর দিকে আগমনকালটি উপাসনা বর্ষে একটি বিশেষ সময় হিসাবে ধরা হয় এবং এর মুক্তি রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এর আধ্যাত্মিকতার উপর বেশি জোর দেয়া হয়।

পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি যে, আদম ও হবার মাধ্যমে যখন মানুষের পতন ঘটে তখন মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর তাদেরকে পরিত্যাগ করেননি। বরং যুগের পরিক্রমায় তিনি সবর্দাই তাঁর মনোনীত জাতিকে বিভিন্ন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে পরিত্রাণের পথ নিরন্তর দেখিয়ে গেছেন। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা ইসাইয়া মানুষের অন্তরে সবচেয়ে বেশি আশা ও আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তোলেন। কারণ তিনিই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, ইম্মানুয়েল বলে দাউদের এমনই এক বংশধরের জন্ম হবে, সকলের কাছে যিনি হবেন ঐশ নিদর্শনস্বরূপ। আগমনকাল সমন্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঐশতত্ত্ববিদগণ সময়োপযোগী শিক্ষা দিয়েছেন। পোপ লিও বলেন, "প্রভু যিশুর আগমন উপলক্ষে আমাদের উপবাস ও দান দিয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আগমনকাল এমন একটি সময় যখন আমরা আদি যুগের খ্রিস্টানদের আর্তচিৎকার স্মরণ করি, "মারানাথা! অর্থাৎ, প্রভু যিশু, তুমি আমাদের মাঝে এসো।"

আগমনকাল হল অন্ধকারের মধ্যে নবজ্যোতির উদ্ভাস। এসময় আমরা বিশেষভাবে মুক্তির প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিস্টের আগমনের উপর বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ নিয়ে ধ্যান ও প্রার্থনা করে থাকি। প্রভু যিশুর মর্তে আগমন এবং পাশাপাশি অন্তিমকালে তাঁর পুনরাগমনের কথাও আমরা এসময় স্মরণ করে থাকি। একদিকে আমরা অটল বিশ্বাস, ভক্তি ও আনন্দে জাগ্রত হয়ে প্রার্থনায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুলি এবং অন্যদিকে তাঁর আগমনের জন্য প্রত্যাশা ও অপেক্ষায় থাকি। আগমনকাল হচ্ছে আমাদের জন্য এমন একটি সময় যখন আমরা আমাদের সমস্ত আমিত্ব থেকে বের হয়ে এসে খ্রিস্টমুখী হতে পারি এবং তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ বা মুক্তি গ্রহণ করতে পারি। তাই ঈশ্বর আজ আমাদের প্রত্যককে নাম ধরে ডাকছেন আমরা যেন সর্বান্তকরণে মনপরিবর্তন করে তাঁর কাছে ফিরে আসি; "দেখো, উশৃঙ্খল আমোদপ্রমোদে, মাতলামিতে আর পার্থিব যত ভাবনা-চিন্তায় তোমাদের মনটা যেন ক্রমে-ক্রমে স্থূল হয়ে না যায়...সব সময়ে প্রার্থনাই কর, যাতে এই যাকিছু ঘটবে, তা নিরাপদে কাটিয়ে ওঠবার মতো শক্তি তোমরা যেন পেতে পার আর মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার মতো মনের ভরসাও তোমরা যেন পেতে পারো" (*লুক ২১:৩৪-৩৬*)! প্রভু যিশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন জাতি-বিজাতি সকলের জন্য ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে।

আমরা ঈশ্বরকে প্রথম ভালোবাসিনি; বরং তিনিই আমাদের প্রথম ভালোবেসেছেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজ পুত্রকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। কথায় আছে, পাগলকে ভাল করতে হলে পাগলের সঙ্গে পাগল হতে হয়। জগৎজ্যোতি যিশুখ্রিস্ট, তিনি ঈশ্বর হয়েও মানবদেহ ধারণ করে এই ধূলির পৃথিবীতে আমাদের সাথে বাস করতে এসেছেন, যেন আমরা আমাদের পাপের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাই, পাই জীবনের সন্ধান। পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে তিনি তাঁর ঐশরিক সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকেননি বরং আর দশজন মানুষের ন্যায় জীবনকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা করে এই পৃথিবীরই একজন হয়ে উঠেছেন। তিনি আবার আসছেন, আমাদেরকে নতুন মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য; তাঁর পিতার শ্বাশত রাজ্যে আমাদেরকেও শান্তির অংশীদার করার জন্য। তিনি আবার আসছেন আমাদের জীবন ও জীবনের পথ অবিরাম আলোকময় রাখার জন্য। সাধু লুক রচিত মঙ্গলসমাচারের ১:৭৮-৭৯ আমরা অনুধাবন করতে পারি, "এমনই দয়াময় স্নেহময় আমাদের ঈশ্বর! তাঁরই দয়ায় ঊষার সেই জ্যোতি ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের সামনে এসে দেখা দেবে; দেখা দেবে তাদেরই আলো দিতে, যারা পড়ে আছে অন্ধকারে, আছে মৃত্যুর ছায়ায়, আর আমাদের পদক্ষেপ চালিত করতে মহা শান্তির পথে!"

খ্রিস্টরাজের আগমনকালের প্রস্তুতি: ক্ষমা

ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও ও জেমস্ সাইমন দাস

"পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হও, পরস্পরকে একইভাবে ক্ষমা কর, যেভাবে ঈশ্বরও খ্রিস্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।"(*এফেসীয় ৪: ৩২*)

হেমন্তে পাকা ধানের সোনালী আভায় উদ্ভাসিত হয় বাংলার মাঠ ঘাট প্রান্তর। রাতের হিম বাতাস শীতের আগমনী বার্তা জানান দেয়। গ্রামে-গঞ্জে চলে পিঠা-পুলি আর নতুন ধানের নবান্ন উৎসব। আর তেমনি উৎসবমুখর সময়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই-বোনদের জীবনে আসে পরিত্রাতা মহান খ্রিস্টরাজের আগমনকাল। আগমনকাল এলেই আমরা সবাই শান্তিরাজ খ্রিস্টকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। বাহ্যিক দিক দিয়ে যেমন আমরা ঘর-বাড়ি মেরামত, পরিষ্কার ও সাজগোজ করা, বড়দিনের কাপড়-চোপড় কেনা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ দেওয়া, শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানোর কাজ করি তেমনিভাবে পাপ-স্বীকার, প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ও পুনর্মিলিত হওয়া, প্রার্থনা ও উপবাস করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবেও আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকি।

ঐতিহাসিকভাবে আগমনকাল পালনের রীতি ৪৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রচলিত থাকলেও সেটি ৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব তুরস-এ মহামান্য পোপের অনুমোদনক্রমে খ্রিস্টীয় সমাজে বিশেষত কাথলিক মণ্ডলীতে একটি ধর্মীয় প্রথা হিসেবে পালন করা হয়। আগমনকালের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Advent' ল্যাটিন শব্দ '*Adeventus* (coming, arrival)' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম লেখার সময় গ্রিক ভাষায় এ শব্দটিকে '*Parousia*' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। নতুন নিয়মে *Parousia* শব্দটিকে যিশুর শেষ আগমন/দ্বিতীয় আগমনকালকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়। ফলে আগমনকাল আমরা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে পালন করি; যথা: বেথলেহমে ত্রাণকর্তা যিশুর দীন মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণের ঘটনাকে স্মরণ, আধ্যাত্মিকভাবে ত্রাণকর্তা হিসেবে যিশুকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ এবং খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনকালের প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি গ্রহণ। খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ভাই ও বোন, এ কারণে আগমনকাল পালন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় রীতি।

আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মণ্ডলীগত ও রাষ্ট্রীয়গতভাবে অন্যায় করি ও অন্যায়ের স্বীকার হই, কষ্ট দিই ও কষ্ট পাই, অবিচার করি ও অন্যায্যতার শিকার হই, অন্যের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলি ও নিজেরা নিন্দা ও কঠোর সমালোচনার স্বীকার হই। আমরা আজকাল দেখছি ভাইয়ে ভাইয়ে অমিল, প্রতিবেশির সাথে দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, মনো-মালিন্য, কথা বলা বন্ধ, অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করা। কখনো কখনো সামান্য ঘটনায় মারামারি ও হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটে। আর এসব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে আমাদের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ ও ক্ষমাহীনতার সৃষ্টি হয় এবং এসব অনুভূতিগুলোকে মাসের পর মাস নিজেদের মধ্যে পুষে রাখি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকিয়াট্রি ও বিহেভিয়ারাল সাইন্স বিভাগের অধ্যাপক কারেন সোয়ার্টজ গবেষণায় দেখতে পান যে, ক্ষমা না করার ফলে যেমন আমরা মানসিক ও আবেগীয়ভাবে কষ্টে থাকি তেমনিভাবে উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট এ্যাটাক, হার্ট ফেইলর, ব্রেইন স্ট্রোক, কার্ডিয়াক এরেস্ট, ডায়াবেটিস ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। অন্যদিকে একই গবেষণা থেকে আরো দেখা যায় যে, যেসব ব্যক্তি ক্ষমা করতে পারেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়, শরীরে স্বাস্থ্যসম্মত হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল (এ ধরনের কোলেস্টেরল খারাপ কোলেস্টেরল শোষণ করে শরীরকে সুস্থ রাখে ও হৃদযন্ত্রের সুস্থতা নিশ্চিত করে) বৃদ্ধি পায়, শরীরের ব্যথা নাশ করে, রক্ত চাপ কমায় এবং বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপ থেকে সুরক্ষা দান করে। তাছাড়া পবিত্র বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় আমাদের রাগকে যেন সূর্য ডোবার পূর্বেই কমিয়ে ফেলি (*এফেসীয় ৪: ২৬*); যেন আমরা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায়কারী ভাই- বোনকে প্রতিদিন সাত গুণ সত্তর বার (*৪৯০ বার*) ক্ষমা করি (*মথি ১৮: ২২*)। বাইবেল আমাদের আরো শিক্ষা দেয় যে, আমরা যদি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তাহলে আমাদের স্বর্গস্থ পিতাও আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন (*মথি ৬: ১৪*)। তাছাড়া যদি আমরা ক্ষমা না করি তাহলে প্রতিনিয়তই ঈশ্বরের সাথে মিথ্যা কথা বলি। কারণ প্রতিদিন প্রভুর প্রার্থনা করার সময় আমরা বলি,"আমরা যেমন আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর"(*মথি ৬: ১২*); অর্থাৎ আমরা মুখে প্রার্থনা বলার সময় মানুষকে ক্ষমা করছি বলে ঈশ্বরকে জানাই কিন্তু বাস্তবে ক্ষমা করতে পারি না। তাহলে আমরা দেখছি যে, পবিত্র বাইবেল ও চিকিৎসা বিজ্ঞান উভয়ই আমাদের ক্ষমা করা ও ক্ষমা চাওয়াকে উৎসাহিত করে। আর এখন যেহেতুে আমরা আগমনকালে আছি তাই এর প্রস্তুতি হিসেবে ক্ষমা করা ও চাওয়া শেখাটাও অত্যাবশ্যক বলে বোধ করি। আমরা তিনটি ধাপে ক্ষমা করা শিখতে পারি। যথা:

প্রথম ধাপ: অন্যের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া

- মনে মনে সেসব ঘটনা ও ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করুন আপনি যাদের বিরুদ্ধে জেনে, না জেনে বিভিন্নভাবে অন্যায় করছেন, কষ্ট দিয়েছেন। স্মরণ করার চেষ্টা করুন কীভাবে আপনার নিজের কষ্ট, রাগ এবং ভয়ের কারণে অন্যের ক্ষতি করেছেন। আপনার নিজের আক্ষেপ, আবেগ-অনুভূতি এবং দুঃখ-কষ্টগুলোকে অনুভব করার চেষ্টা করুন।
- মনে মনে আবৃত্তি করুন "আমার নিজের কষ্ট, ভয়, রাগ এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে জেনে, না-জেনে, বিভিন্ন উপায়ে আমি অন্যদের আঘাত করেছি, অন্যের ক্ষতি করেছি, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছি, তাদের কষ্টের কারণ হয়েছি।"
- উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন যে অবশেষে আপনি কষ্টের বোঝা থেকে মুক্তি পাবেন এবং আপনি ক্ষমা চান। আপনি যতক্ষণ সময় চান, সময় নিন, হৃদয়ে যে কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন সেটার প্রতিটি স্মৃতি আপনি মনে করুন, প্রতিটি ঘটনাকে খোঁজার চেষ্টা করুন এবং খুঁজে পেলে যখনই কোনো ব্যক্তির ছবি আপনার কল্পনায় আসবে, আপনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলবেন: "আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন।"

দ্বিতীয় ধাপ: নিজেকে ক্ষমা করুন

- আপনার নিজের মহামূল্যবান শরীর এবং জীবনের কথা ভাবুন। নিজেকে দেখার চেষ্টা করুন কীভাবে আপনি আপনাকে আঘাত করেছেন, ঠকিয়েছেন ও কষ্ট দিয়েছেন। এসব ঘটনার দ্বারা আপনি যে আঘাত, দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছেন সেগুলোকে অনুভব করার চেষ্টা করুন।
- মনে মনে বলুন "যেমন আমি অন্যদের কষ্ট দিয়েছি তেমনি জেনে, না জেনে, চিন্তায় আমি বিভিন্নভাবে নিজেকে আঘাত করেছি, নিজের ক্ষতি করেছি, নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এবং অনেক সময় নিজেই নিজেকে ছেড়ে চলে গিয়েছি।"
- আপনি যেসব কাজ দ্বারা নিজের ক্ষতি করেছেন-সেসব ঘটনাকে একের পর এক করে ক্ষমা করার চেষ্টা করুন। আর আবৃত্তি করুন *"আমি বিভিন্নভাবে কাজে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে আমার নিজের ভয়, ব্যথা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিজের ক্ষতি করেছি, এখন আমি এসব বিষয়কে হৃদয় থেকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দিতে চাই। আমি আমাকে ক্ষমা করছি, নিজেকে আমি এই মুহূর্তেই ক্ষমা করছি।"*

তৃতীয় ধাপ: অন্যদের ক্ষমা করুন

- এবার আরো ধীর-স্থির হবার জন্য কয়েকবার নাক দিয়ে লম্বা করে পেট পর্যন্ত গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ছাড়ুন। তারপর সেসব মানুষের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করুন যাদেরকে আপনি ক্ষমা করতে চান।
- আপনি অন্য মানুষের দ্বারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কথায়-কাজে এবং চিন্তার দ্বারা আঘাত পেয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং তারা আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে গিয়েছেন। আপনি কোন না কোন ভাবে প্রতারিত হয়েছেন।

আপনি যে যে বিষয় দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন সেসব ঘটনাগুলোকে মনে করার চেষ্টা করুন। মনে মনে এসব ঘটনার ছবি আঁকুন।

- অতীতের এসব ঘটনা থেকে যে কষ্টের বোঝা আপনি বয়ে বেড়াচ্ছেন সেসব কষ্টকে আপনি অনুভব করার চেষ্টা করুন। উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন যে, আপনি যে কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন সেটা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
- এরপর যেসব ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন তাদেরকে হৃদয় থেকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করুন। মনে মনে বলুন, *"আমি স্মরণে আনতে পারছি যে বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় তাদের নিজেদের দুঃখ, কষ্ট, রাগ, অভিমান ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে আমাকে আঘাত করেছে, আমার ক্ষতি করেছে। আমি অনেকদিন ধরে এই কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। এটা যথেষ্ট হয়েছে। এখন আমি সম্পূর্ণভাবে হৃদয় থেকে প্রস্তুত, আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করছি। যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছেন আমি আপনাদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করছি।"*

যতক্ষণ আপনার অন্তরে ক্ষমার প্রশান্তি অনুভব না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই তিন ধাপে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। কিছু কিছু বিষয়ে হয়তোবা আপনি তাৎক্ষণিকভাবে এইসব কষ্টের অনুভূতি থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। এমনকি আপনার আগের যে ব্যথা-কষ্ট, তাদের প্রতি যে রাগ সেটা বার বার অনুভব করতে পারেন। আপনি এটাকে খুবই সহজভাবে গ্রহণ করুন। আপনি যে এখন কাউকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত না তার জন্য নিজেকে ক্ষমা করুন। শুধু ক্ষমা করার চেষ্টা চালিয়ে যান। ক্ষমা করার যে ধ্যান এটাকে জীবনের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনি চাইলে আগমনকালের প্রতিদিন সন্ধ্যা প্রার্থনার আগে বা পরে এ অনুশীলনী নিয়মিত চর্চা করতে পারেন। আসুন, আমরা নিজেরা ক্ষমা চাই ও অন্যদের ক্ষমা করি যেন আমরা যোগ্যরূপে শান্তিরাজ খ্রিস্টকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি॥

SAGE TRAVELS & TOURS
an enem-omni company

TRAVELLING TO TORONTO?

USA, CANADA, EUROPE, AUSTRALIA & MIDDLE EAST ETC...
FOR BEST FARES & CREDIT FACILITIES (FOR CLERGY)

PLEASE CONTACT
PANKAJ PEREIRA- 01913-526336
REGAN PEREIRA- 01913-526329
ROSELENE GOMES- 01913-526309

Address :
Genetic Plaza (Level-3)
House-16, Road-16 (Old-27), Dhanmondi, Dhaka-1209
Email: travel2@enemomni.com
24/7 : +880 1987 111666
Tel : +880 2 410 20289-92
Web : www.enemomni.com

বিজ্ঞ/৩৬৫/২৩

বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল

১ হলিক্রশ কলেজ রোড, ৩ তেজকুনী পাড়া, ফার্মগেইট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২-৫৮১৫৫৭৪৮ মোবাইল : ০১৭৩২-৪৬৬৬৩৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুলে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষে অনাথ/ এতিম কাথলিক ছাত্রদের ভর্তি চলছে।
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ
১। ভর্তির তারিখ ঃ **১৫/০১/২০২৪ থেকে ৩১/০১/২০২৪** জানুয়ারি পর্যন্ত; সকাল: (৮:০০ - ১২:০০টা) দুপুর: (১:০০ - ৪:০০টা)।
২। ভর্তি ফরমের মূল্য **৫০/-** টাকা।
৩। ভর্তি ফরমের সাথে সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি।
৪। বিদ্যালয় পরিত্যাগের ছাড়পত্র বা সার্টিফিকেট।
৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস থেকে এসএসসি পর্যন্ত ।
৬। জন্ম নিবন্ধন পত্র আবশ্যক এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে)।
৭। বয়স **১৪-১৮** বছরের অনাথ/ এতিম/ গরীব ক্যাথলিক ছাত্র।
৮। অনাবাসিক ভাবে অনাথ/ এতিম ও অন্যান্য ধর্মের ছাত্ররাও ভর্তি হতে পারবে।
৯। কাথলিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট ও পাল-পুরোহিতের সুপারিশ পত্র অবশ্যই ভর্তি ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।
১০। ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত ছাত্রদের ভর্তি ফি বাবদ **১,৫০০/=** (এক হাজার পাঁচশত) টাকা জমা দিতে হবে।
১১। ভর্তির সময় নির্বাচিত ছাত্রদের উপযুক্ত অভিভাবক সাথে নিয়ে আসতে হবে।
১২। প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই বছর।
১৩। প্রশিক্ষণ সমূহ ঃ ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং, কার্পেন্ট্রি (দর্জি শুধু মেয়েদের জন্য অনাবাসিক)।

ব্রাদার যোগেশ কর্মকার, সিএসসি
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ
বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল।
সময় : সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার; সকাল: (৮:০০ - ১২:০০ টা), দুপুর: (১:০০ - ৪:০০টা)
ফোন নম্বর : +৮৮-০২-৫৮১৫৫৭৪৮, মোবাইল : ০১৭৩২-৪৬৬৬৩৩

বিজ্ঞ/৩৬২/২৩

যিশুর আগমনী বার্তা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

প্রারম্ভিক কথা: ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী যিশুর জন্ম নারীর গর্ভে হবে সে কথা প্রবক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। প্রবক্তা যিশাইয় যিশুর জন্মের ৭৪০ বছর পূর্বে ঘোষণা করেছেন। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে নারীর গর্ভযন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করবে...। মানব জাতির পাপ থেকে মুক্তিকল্পে যিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন তাঁর সম্বন্ধে এভাবে উল্লেখ আছে - যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা এক মহান আলো দেখতে পেলো; যারা মৃত্যু ছায়ার দেশে বসেছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল (*যিশাইয় ৯:১-২*)। আর যিনি আসছেন তাঁর নাম রাখা হল- "আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শান্তিরাজ।" তিনি সীমাহীন শক্তিতে আধিপত্য প্রসারিত করবেন দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর, ন্যায় ও সুদৃঢ় করার জন্য এখন থেকে চিরকাল ধরে (*যিশাইয় ৯:৬*)।

বিশেষ জাতির মধ্যদিয়ে:"পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিষ প্রাপ্ত হবে।" (*আদি ১২:৩*) যিশু আব্রাহামের বংশে আশিস প্রাপ্ত হয়ে জন্ম নিয়েছেন। ঈশ্বর প্রভু তাঁর অভিলাস প্রিয় ব্যক্তি আব্রাহামকে বহু জাতির পিতা করে ছিলেন।

আবার বলা হয়েছে যিহুদার বংশে তিনি জন্ম নিবেন। যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, তার দু'পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না, যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যার অধিকার, জাতি সকল যার আনুগত্য স্বীকার করবে (*আদি ৪৯:১০*)।

বিশেষ পরিবারে তাঁর জন্ম হবে এমনটি পূর্বাভাস দিয়েছেন ২ শমূয়েল ৭:১৬ পদে। তোমার কুল তোমার রাজ্য আমার সামনে চিরস্থায়ী হবে; তোমার সিংহাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।

বিশেষ নারীর মধ্যদিয়ে: এখানে বিশেষ নারী বলতে কুমারীর গর্ভে কথিত আছে যে, যিশাইয় ভাববাদী যিশুর জন্মের ৭৪০ বছর পূর্বে যখন ঘোষণা করেছিলেন মুক্তিদাতা একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিবেন। তখন অসংখ্য কুমারী মেয়ে জেরুসালেম মন্দিরে অনবরত প্রার্থনা ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন যেন সেই মুক্তিদাতা তাদের কারো গর্ভে জন্ম নেন। কিন্তু তারা জানতো না যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী? কোন কুমারীর গর্ভে ও কোন বংশে তার জন্ম হবে এমন ধারণা থেকে তারা অজ্ঞ ছিলেন। যদিও যিশাইয় বলেছেন ৭:১৪ পদে প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন। দেখ যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।

বিশেষ একটা স্থানে: ঈশ্বর জগৎকে এত ভালোবাসেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন। "কাল সম্পূর্ণ হলো" তিনি তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করলেন। কাল পূর্ণ করতে ঈশ্বর একটা জাতি প্রস্তুতের সঙ্গে কোথায় তিনি জন্ম নিবেন এমন পরিকল্পনাও করেছিলেন। মীখা ভাববাদী স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন আর তুমি, হে বেথলেহেমের এফ্রাথা, তুমি যে যুদাগোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম, তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি, যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা, প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যার উৎপত্তি। (*মীখা ৫:১*) রাজা দাউদের জন্ম স্থান বেথলেহেমকে "দাউদ-নগরী" বলা হত। ঈশ্বর পুত্রের জন্মের পূর্বে নাম লেখানো, দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় এনে নাজারেথ থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে বেথলেহেমে সামান্য গোয়াল ঘরে মানব পুত্র দেহ ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেন।

নিশ্চয়ই জন্মস্থানের একটা বিশেষ গুরুত্ব তখনকার দিনে ছিল। নতুবা গর্ভবতী মারীয়াকে গাধার পিঠে চড়িয়ে এতো দূর নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? একাধারে রাজা দাউদের জন্মস্থান আবার যিহুদা প্রদেশ এবং মারীয়া ও যোসেফ দাউদ বংশের লোক হওয়ার কারণে সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে শীতের ও কুয়াশাচ্ছন্ন বরফঢাকা অঞ্চলে দুর্গম এলাকায় যাওয়া চ্যালেঞ্জের সামিল। তারপরেও যিশুর জন্ম পবিত্র নগরী বেথলেহেমে হয়েছিল।

বিশেষ সময়ে: সুসমাচার প্রচারে সুবিধা জনক অবস্থায় যিশুর জন্ম হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ ও চিহ্ন যিশুর আগমনের পূর্বে উপস্থিত সম্বন্ধে কয়েকজন ভাববাদী উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১) তখন রোমীয় শাসনের অধীনে সারা জগতই বাহিরে শান্তি বজায় ছিল।

২) প্রায় সব শিক্ষিত লোকেরা গ্রিক ভাষা পড়তে জানতেন। বাইবেলে নবসন্ধি প্রথমে গ্রিক ভাষাতে লেখা হয়েছিল। তাই জগতে সব দেশের লোকেরাই তা পড়তে পারত।

৩) রোমীয় সভ্যতা খুবই উন্নত ধরনের ছিল। সেজন্যে প্রেরিত এবং প্রচারকদের পক্ষে দেশে দেশে প্রচার করতে যাওয়া খুবই সুবিধা হয়েছিল।

৪) অনেক লোকের মনেই তখন দেব-দেবীর পূজা এবং মানুষের তৈরী দর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিল। সে জন্যে অনেকেই একটা নতুন এবং সত্য পথের খোঁজ করছিল। জগতে এই রকম অবস্থায় যিশুখ্রিস্টের আগমন হয়েছিল *(বাইবেলের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬)*।

বিশেষ কাজ করার জন্যে: ঈশ্বর ইস্রায়েলদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দাউদ বংশে উদ্ধারকর্তা আসবেন। যিশুর এই আগমনের পিছনে তিনটি দর্শন বিশেষভাবে কাজ করেছে, ক) শিক্ষা, খ) প্রচার ও গ) নিরাময়। যিশাইয়া-ভাববাদী যিশুর আসন্ন প্রেরণ কাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দুঃখীদের কাছে শুভ সংবাদ দিতে, ভগ্ন হৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে, বন্দিদের কাছে মুক্তি, এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে, প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ, শোকার্ত সকল মানুষকে সান্ত্বনা দিতে (*যিশাইয়া ৬১: ১-২৩*)।

যিশুর আগমন সংকেত: পূর্ব আকাশে উদিত উজ্জ্বল তারা যিশুর জন্মের পূর্ব সংকেত। তারাটি স্বাভাবিক তারকা রাশির চেয়ে অধিক উজ্জ্বল। পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতগণ এই তারার সন্ধানে নবজাতক শিশু যিশুর খোঁজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। পিছনে বিশেষ একটি কারণ - নবজাতক শিশু যিশুকে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধাস্বরূপ প্রণাম ও উপঢৌকন প্রদান। রাজা হেরোদ পণ্ডিতদের মুখে নবজাতক রাজার কথা শুনে রাগে, হিংসায় জ্বলে ওঠে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় দূতদের দ্বারা স্বপ্নের কথায় ভিন্ন পথ ধরে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

স্বর্গের দূতের রাখালদের কাছে নবজাতক রাজার ঘোষণা: দূতগণ দীন দরিদ্র রাখালদের কাছে আনন্দের সুসংবাদে নবজাতক রাজার আগমন বার্তা ঘোষণা করলেন। যিশুর এ আগমন বার্তা শুধুমাত্র একজন দূত ও একজন রাখালকে জানানো হয়নি। দূতবাহিনী ঈশ্বরের জয়গান করলেন আর রাখালেরা প্রভুকে দিলেন সাধ্যমতো উপহার মেষ এবং ভক্তি জানিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা স্তব করতে করতে মাঠে মেষ চড়াতে ফিরে গেলেন।

জন্মবারতার সমাপ্তি সূচক কথা: প্রভু যিশুর আগমন ও জন্মবার্তা সম্বন্ধে শুধুমাত্র এক বা দু'জন ব্যক্তি ঘোষণা করেননি। যিশাইয়া ভাববাদী, মিখা, দানিয়েল, মালাখি, স্বর্গদূতবাহিনী, তিন পণ্ডিত ও রাখালেরা সংশ্লিষ্ট। আর যার গর্ভে এবং যিনি শিশু যিশুর লালন পালন করেছেন সেই কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফও জড়িত। অন্যদিকে মারীয়ার জ্ঞাতিবোন এলিজাবেথ, বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং আরো অনেকে।

অপর আর একটি বিষয় স্মরণীয় যে, যিশুর আগমন ও জন্মবার্তায় অনেকগুলো ঘটনা বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন রাজা হেরোদের কুচক্রান্ত থেকে যিশুকে রক্ষার জন্য তিন পণ্ডিত ভিন্ন পথ ধরে নিজ দেশে গমন, শিশু যিশুকে নিয়ে মিশরে পলায়ন, যিশুর কারণে ত্রিশজন শিশুকে হত্যা করে মায়েদের কোল শূন্য করা, গর্ভবতী নারীদের গর্ভের শিশু ও তার মায়ের নাম নিবন্ধন করতে বেথলেহেম গমন ও সামান্য গোয়াল ঘরে যিশুর জন্ম।

এসব ঘটনা খ্রিস্টবিশ্বাসী ঐশ জনগণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চির স্মরণীয় ঘটনা। প্রভু যিশুর জন্মতিথিতে সকল ভক্তবৃন্দের অন্তরে বিরাজ করুক সুখ ও অনাবিল আনন্দ ধারা॥

সাধু কাল্লিস্তোস কাটাকোমে কিছুক্ষণ...

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসধারায় ‘কাটাকোম’ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কাটাকোম আসলে কি? অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, কাটাকোম হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যে আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর নির্যাতনের সময় খ্রিস্টভক্তদের লুকিয়ে থাকার স্থান। প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নয়। কাটাকোম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ‘কাটাকোমবে’ (catacumbae) থেকে। এটি উৎপত্তি হয়েছে মূলত দু’টি শব্দের সংমিশ্রণে: ‘কাটা’ (cata) যার অর্থ হচ্ছে ‘মধ্যে/সাথে’ (among) এবং ‘টুমবাস (tumbas) মানে ‘কবর’। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ‘কাটাকোম’ বলতে একটি বিশেষ জায়গাকে নির্দেশ করে যেখানে অনেক সমাধি একসাথে রয়েছে, একটি কবরস্থান। তবে, কাটাকোম কোন সাধারণ সমাধিস্থান নয় বরং এটি মাটির নিচে বিশেষভাবে খোঁড়া মৃতদেহকে কবরস্থ করার জায়গা।

রোম নগরীতে অবস্থিত এই রকমই একটি সমাধিস্থানের নাম হচ্ছে সাধু কাল্লিস্তোসের কাটাকোম। এটি রোম তথা ইতালীতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর সবচেয়ে বড় কাটকোম বা কবরস্থান। মাটির তলদেশে অবস্থিত চারতলাবিশিষ্ট এই সমাধিক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ কিলোমিটার। এখানে অসংখ্য সুড়ঙ্গ রয়েছে যা মৃতদেহ নেয়া ও চলাচলার জন্য ব্যবহার করা হতো। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ধর্মশহীদ ও অন্যান্য খ্রিস্টভক্তদেরই মূলত এখানে সমাধিস্থ করা হয়। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথমদিকে নয়জন পোপ, এদের মধ্যে পাঁচজন ধর্মশহীদ, তাদেরকেও এখানে শায়িত করা হয়েছে। ধর্মশহীদ সাধ্বী সিসিলিয়ার (সঙ্গীতের প্রতিপালিকা) কবরও এখানে রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, খ্রিস্টভক্ত ব্যতিত শুধুমাত্র অখ্রিস্টান পরিত্যক্ত মৃতশিশু যাদেরকে রোম শহরের বাইরে ফেলে দেয়া হতো খ্রিস্টভক্তগণ এই সমস্ত মৃতশিশুদের দেহ নিয়ে এসে এই কাটাকোমে কবর দিতেন। তাই এখানে অনেক ছোট ছোট করব পাওয়া গেছে।

যাইহোক, আমি বেশ কয়েকবার এই কাটাকোমটি পরিদর্শন করেছি। কিন্তু মৃতলোকের মাস নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেখানে যাবার আরেকবার সুযোগ হয়েছিল। এবারের পরিদর্শনটি আমার মধ্যে কিছু নতুন অনুভূতি দান করে, বিশেষভাবে, আদিমণ্ডলীর কবরে ব্যবহৃত বিশ্বাসের বেশ কিছু উপাদান ও চিহ্ন আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। নির্যাতিত আদি খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বাসীবৃন্দ কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা তাদের বিশ্বাস ও পরিচয় বহন করতেন। এগুলো তাদের সামাধিগুহাগুলোতেও প্রস্ফুটিত হয়- যা পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

১) অনেক কবরের সামনের অংশে অংকিত বা খোঁদায় করা আছে যে, উত্তম মেষপালক যিশু তার কাঁধে একটি মেষ বহন করছেন।

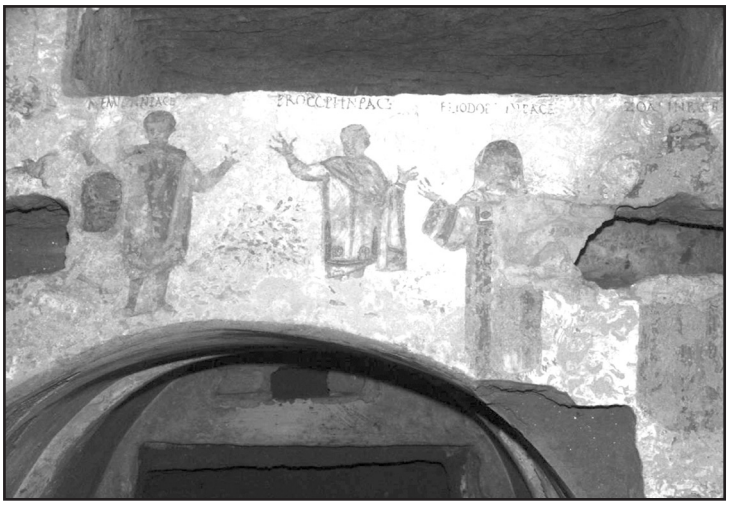

খ্রিস্ট যেন মেষরূপ প্রতিটি আত্মাকে বহন করছেন, তাদের মুক্তির লক্ষ্যে স্বর্গের পানে পিতার কাছে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন।

২) কোথাও কোথাও দু’হাত তুলে প্রার্থনারত চিত্র দেখা যায়। অর্থাৎ যারা ধর্মশহীদ বা খ্রিস্টের নামে দীক্ষিত হয়ে মারা গেছেন, তারা ঐশরাজ্যে শান্তি ও আনন্দে আছেন, এবং এখন তারা দেবদূতদের সাথে সর্বদা প্রভুর প্রশংসায় রত।

৩) অনেক কবরের উপর খ্রিস্টের গ্রীক শব্দের (Christos) বানানে প্রথম দুটি অক্ষর (XR) অথবা গ্রীক ভাষা প্রথম ও শেষ অক্ষর (অলফা-ওমেগা) লিখে খ্রিস্টভক্তদের কবর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা চিরকালের জন্য খ্রিস্টের হয়েছেন।

৪) আদিমণ্ডলীর একটি অন্যতম সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে ‘মাছ’- যা কাটাকোমের অনেক স্থানে অংকিত বা খোঁদায়কৃতভাবে পাওয়া গেছে। মাছের গ্রীক প্রতিশব্দ হচ্ছে (IXTHYS- Iesus Christos Theou Uios Soter)। যার অর্থ হচ্ছে যিশুখ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা। খ্রিস্টের নামে তারা এ জগতে জীবন-যাপন করেছেন এবং খ্রিস্টেতে অনন্ত মুক্তি লাভ করে এখন তারা স্বর্গে যিশুর সাথে বাস করছেন।

৫) কবুতরের মুখে একটি জলপাই গাছের শাখা ও নোঙর অংকিত দুটি চিহ্ন বেশ কিছু কবরে দেখা যায়। প্রথমটি ঐশরিক শান্তি রাজ্যে খ্রিস্টভক্তের আত্মা পৌঁছে যাওয়ার, এবং পরেরটি সেখানে শক্তভাবে নোঙর গাঁথা অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বসবাসের ইঙ্গিত বহন করছে।

৬) কিছু কবরে দু’হাত সামনের দিকে প্রসারিত করার চিত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যদিয়ে ঐশতত্ত্বের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হলো মৃত্যু একটি পথ বা মাধ্যম- এই পার থেকে অন্য পারে যাবার জন্য। উল্লেখিত অংকিত চিত্রের মাধ্যমে একটি বিশেষ সত্য প্রকাশিত হচ্ছে, ওপার থেকে তারা যেন বলছে, ‘আমরা ভালো আছি, শান্তি ও পরমানন্দে আছি। তোমরাও একদিন এপারে এই আনন্দের রাজ্যে আসবে’। তারা যেন এপারের মানুষদের স্বাগত জানানোর জন্য দু’হাত প্রসারিত ক’রে অপেক্ষামান। এভাবে দু’পারে মানুষের মধ্যে একটি মিলনবন্ধন দেখানো হয়েছে।

৭) প্রতিটি কবরের সামনে বাতি রাখার জন্য একটি ছোট জায়গা দেখা যায়। খনন কাজ করার সময় অনেক মাটির পাত্র পাওয়া যায় (এগুলো কাটাকোমের ভিতরে এক স্থানে রাখা আছে)- যা তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো। এটা প্রকাশ করে খ্রিস্টভক্তগণ সেই চিরন্তন জ্যোতি খ্রিস্টেতে সবসময় জীবিত ও ঈশ্বরের সামনে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন কখনো বিনাশ হয় না।

৮) বেশ কিছু কবরে খ্রিস্টীয় জীবনের অন্যতম প্রধান দুটি সংস্কার- দীক্ষাস্নান

ও খ্রিস্টযাগের ছবি অংকিত করা আছে। দীক্ষাস্নানে তারা খ্রিস্টেতে নবজীবন লাভ করেছে, এবং খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টের দেহ গ্রহণের মধ্যদিয়ে সেই জীবন প্রতিনিয়ত পরিপুষ্ট ও লালিত-পালিত হয়েছে। এর ফল শুধুমাত্র এই জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরজগতেও এর প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। তারা এখন খ্রিস্টের সাথে আরো গভীরভাবে একাত্ম হয়েছেন।

৯) এই কাটাকোম শুধুমাত্র মৃতদের স্থানই ছিল না। এক সময় এটা হয়ে উঠেছিল মৃত-জীবিত সকলের জন্য মিলনস্থান, প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এক তীর্থভূমি রূপে। বিশেষভাবে, চতুর্থ শতাব্দীতে যখন খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ তাদের ধর্মচর্চার স্বাধীনতা লাভ ক'রে তখন খ্রিস্টবিশ্বাস আরো দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। গড়ে উঠে অনেক মহামন্দির ও স্থানীয় খ্রিস্টভক্তদের জন্য ছোট-বড় গির্জা। এসময় মৃত খ্রিস্টভক্তদের দেহ দূরে কাটাকোমে না নিয়ে, গির্জার ভিতরেই কবর দেয়া শুরু হয় (বাংলাদেশে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পুরাতন গির্জায় তার কিছু নমুনা দেখা যায়)। ফলে কাটাকোমে খ্রিস্টভক্তদের কবর দেয়া আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই সময় বিশ্বাসীগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে কাটাকোমগুলোতে পরিদর্শন করতেন, একা বা অনেকে মিলে তীর্থ করতে যেতেন। সেখানে গিয়ে নিজেদের পরিশুদ্ধ করার নতুন প্রেরণা লাভ করতেন। বিশ্বাসের নবায়ন করতেন। তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার চিরশান্তি কামনা এবং একই সাথে নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

খ্রিস্টবিশ্বাসের মৌলিক শিক্ষা কখনো পরিবর্তন হয় না। খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃ ও আদি খ্রিস্টভক্তগণ যেভাবে খ্রিস্টকে ধারণ করেছিলেন, তাকে বিশ্বাসভরে গ্রহণ করেছিলেন, সেভাবেই খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন বিশ্বাসতত্ত্ব ও ঐতিহ্য গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও সময়ের দাবিতে এগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ভিন্ন হয় ঠিকই, কিন্তু মূল শিক্ষা অখণ্ডনীয় ও একই রয়েছে। মৃতদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। আদিমণ্ডলীতে মৃতদের সম্পর্কে যে শিক্ষা ছিল, আমরাও মূলত তা-ই বিশ্বাস করি এবং বিভিন্ন রীতির মধ্যদিয়ে তা প্রকাশ করছি।

কাটাকোম বা বর্তমানের কবরস্থান এই সত্যটিই বারবার প্রকাশ করে যে, এই জগতই শেষ কথা নয়, রয়েছে অন্য আরেকটি জগত। এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান ক্ষণস্থায়ী, আমরা সবাই তীর্থযাত্রী। সবকিছু ফেলে সবাইকে চলে যেতে হবে। বর্তমান এই অতি আধুনিক যুগে, ডিজিটালের ডামাডোলে আমরা যেন সেটা প্রায়ই ভুলতে বসেছি। ২রা নভেম্বরে আমরা প্রতিবছর ঘটা করে কবরস্থান যাই, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি, আপনজনদের কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানাই, প্রার্থনা করি, বছরের অন্য সময়েও তা অনেকে করে থাকি, কিন্তু কোথায় যেন একটি ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। কবরস্থানে প্রার্থনা ও পরিদর্শনের যে মূলচেতনা- পরপারের কথা চিন্তা করা, আত্মমূল্যায়ন ও আত্মসচেতন হওয়া- তা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে, ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা ও জীবনভিত্তিক মূল্যবোধসমূহ আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলী তথা সমাজ থেকে দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জীবন হয়ে উঠছে জগতকেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অনেক বেশি কোলাহলময়। সাধু কাল্লিস্তোস কাটাকোম পরিদর্শন ও মৃতলোকদের মাসে আমার মা'র একটি কথা আমাকে অনেক ভাবায় যা তিনি প্রায়ই বলতেন, 'মরে গেলে সব পড়ে থাকবে'/ 'আজকে মরলে কালকে দুইদিন'। তার মৃত্যু যেন এই চরম সত্যকে আরো গভীরভাবে ধ্যান ও উপলব্ধির শক্ত উপাদান দিয়ে গেল॥

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "কারিতাস বাংলাদেশ"-এর **"বারাকা" SDDB** এবং আলোকিত শিশুপ্রকল্পে নিম্নলিখিত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশু ও মাদকনির্ভরশীল শিশুদের সাথে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ও সুস্থতাগামী আসক্ত (Recovering Addict) প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন।

ক্রম	পদের কর্মস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি	অন্যান্য যোগ্যতা
১।	**পদের নাম : প্রজেক্ট এনিমেটর** **পদের সংখ্যা :** ২ জন (নারী/পুরুষ) **বয়স :** ২৫-৩৫ বৎসর **বেতন/ভাতা :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- টাকা। **কর্ম এলাকা :** বাবুবাজার ও খিলগাঁও সংলগ্ন এলাকা, ঢাকা। **শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি**।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • সমাজের সকল শ্রেণীর (বিশেষভাবে : শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত) সামাজিক নেতা, স্কুল শিক্ষক, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার দক্ষতা, সাহস এবং মানসিকতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
২।	**পদের নাম: সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর (চুক্তিভিত্তিক)** **পদের সংখ্যা : ১ জন (পুরুষ/নারী)** **বয়স : ২৫-৩৫ বৎসর** **বেতন/ভাতা : সর্বসাকুল্যে মাসিক ৩০,০০০/- টাকা।** **কর্ম এলাকা : বাবুবাজারসংলগ্ন এলাকা, ঢাকা।** **শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাষ্টার্স ইন সাইকোলজী।**	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।

১। জীবন বৃত্তান্তসহ দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার সহ ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীর নিজের মোবাইল নাম্বার সহ সাদা কাগজে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে আগামী ০৫-১২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের এর মধ্যে নিম্নোক্ত Email:info@baracabd.org/somudra@gmail.com ঠিকানায় পরিচালক, বারাকা বরাবর পাঠাতে হবে।

২। আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই (ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি (খ) জাতীয় পরিচয়পত্র ও চারিত্রিক সনদ পত্রের সত্যায়িত কপি (গ) অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (ঘ) সদ্যতোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩। চাকুরীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র তাদের আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে।

৪। কোন প্রকার ব্যক্তিগত বা কারো মাধ্যমে যোগাযোগ/সুপারিশ প্রার্থীদের অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে।

৫। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

৬। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে এবং এর জন্য কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না; উক্ত প্রতিষ্ঠানে আবেদনে কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট্ কিংবা জামানত প্রয়োজন নেই।

৭। ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে ।

৮ ।কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

পরিচালক, বারাকা

৪৮২/১, ব্লক-এ, রোড-১১, তিলপাপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, ফোন: ০১৮১৮ ৪২ ১৫ ৪৩, Email: info@baracabd.org/somudra@gmail.com

বিজ্ঞ/৩৩/২৩

তোমার আত্মাকে তুমি হারিয়ো না

শিশির আলেকজান্ডার কস্তা

আমরা অনেক কিছুই বলি, অনেক কিছুই শুনি, অনো কিছুই দেখি, অনেক কিছুই পড়ি, অনেক কিছুই করি আবার অনেক কিছুই পাই, অনেক কিছুই হারাই। তবে যে জিনিসটা হারালেই নয়, সেটা হল আমার আত্মা। পবিত্র মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "কেউ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে নিজের আত্মাকে হারায় তবে তার কি লাভ হল?" *(মার্ক ৮:৩৬)*। আশা করি যিশুর এই অমূল বাণীটি অক্যাথলিক ছাড়া আর সবাই একাধিকবার শুনেছি। হয়ত অন্যদেরকেও বলেছি বেশ কয়েকবার। তবে এখানে একটু থামা দরকার এই জন্য যে, আমি, আপনি যিশুর এই বাণীটি অবশ্যই অনেকবার শুনেছি, পড়েছি আবার অন্যকেও বলেছি। কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি কি? এই বাণীটি নিয়ে বার বার চিন্তা বা অনুধ্যান করেছি কি? যেভাবে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার বার বার চিন্তা ও অনুধ্যান করেছিলেন? যদিও প্রথম দিকে যিশুর এই বাণীতে তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান ধারণায় একটু খট্‌কা বা জট লেগে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেই জট আস্তে আস্তে খুলে যায়।

যেহেতু ছাত্র জীবনে ফ্রান্সিস জেভিয়ার ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান, তাই ক্লাশে তিনি বরাবর ভাল করতেন। ছাত্র বন্ধুরাও তাকে খুব ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন। কিন্তু জীবনের এই উন্নতি তাকে খুব অহংকারী করে তুলেছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন জীবনে অনেক উন্নতি করতে হবে, বড় বড় পদ লাভ করতে হবে, প্রচুর টাকা-পয়সা ও মান-সম্মান অর্জন করতে হবে। সে সময় তার আর আকাঙ্ক্ষার শেষ ছিল না। খ্যাতি লাভ করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সাধু ইগ্নেসিউস লয়োলা স্বর্গ দূতের মত তার জন্য কাজ করে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনলেন এবং তাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। তার যে বড় হওয়ার অনেক সুখ্যাতি অর্জন করার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল, ইগ্নেসিউসের জীবনে ফিরিয়ে আনলেন যিশুর মাত্র একটি বাণীর মাধ্যমে। "ফ্রান্সিস, মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করেও নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে তাহলে তার কি লাভ? হয় আমাদের ঈশ্বরের ডাক শুনতে হবে না হয় জগতের ডাক শুনতে হবে।" ইগ্নেসিউসের প্রশ্নে ফ্রান্সিস দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। তাকে ঈশ্বর ডাকছেন আবার জগতও হাতছানি দিচ্ছে। এখন সে কোন ডাকে সাড়া দিবে? সে কোন দিকে যাবে? কিন্তু ফ্রান্সিসের মনে চিন্তার ও বিবেকের কাছে শাশ্বত এই প্রশ্নটি আরো জোরে বারবার বাজতে লাগল। "সমস্ত জগৎ লাভ করেও যদি কেউ নিজের আত্মা হারায় তা হলে মানুষের কি লাভ? ফ্রান্সিস প্রথম দিকে গুরুত্ব না দিলেও ধীরে ধীরে তিনি খ্রিস্টের প্রতি দারুন ভাবে আকৃষ্ট হলেন। তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার এই সাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তার মধ্যে বিশাল পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিলেন। তিনি জগতের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে খ্রিস্টের আহ্বান বেছে নিলেন।

সাধু ফ্রান্সিসের মত আমাদের জীবনেও জাগতিক ভাবে উন্নতি ও বড় হওয়ার হয়ত অনেক বড় বড় ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জেগে থাকতে পারে। প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের জন্যও ঠিক একই প্রশ্ন রেখেছেন। আমরা কি সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি? তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যতক্ষণ না আমরা সাধু ফ্রান্সিসের মত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিচ্ছি, ততক্ষণ আমরা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ খ্রিস্টের নয়, জগতের আহ্বানেই সাড়া দিয়ে যাচ্ছি।

কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বলেছিলেন, "তুমি যদি শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব সমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পার তাহলেই তুমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারবে।" এই কথা দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চাইছেন, আশা করি এতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবু লেখার খাতিরে অন্তত কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ভাইবোনদের কথা ভেবে কিছুটা হলেও ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে। বলা হয়েছে যে, দায়িত্ব সমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক অর্থাৎ অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। এখন প্রশ্ন হল আমার দায়িত্ব গুলো কি বা কোন দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে? আসলে আমরা যখন অচেতন মনে থাকি তখন প্রশ্ন বা দায়িত্ব কোনটারই প্রয়োজন হয়না। কিন্তু যখন সচেতন থাকি তখন হাজারো প্রশ্নের সাথে হাজারো দায়িত্বও সামনে চলে আসে। সুতরাং আমার দায়িত্ব সমূহ জানার কিংবা বুঝে নেওয়ার জন্য আমাকে প্রশ্নের মাধ্যমে বের করে নিতে হবে। যেমন- আমি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি, তখন যদি নিজেকে প্রশ্ন করি যে, এখন আমার দায়িত্ব কি? তাহলে অবশ্যই উত্তর পাব, এখন আমার দায়িত্ব হল ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ তিনি আমাকে রাতে সুনিদ্রা দিয়েছেন, সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা ও সাহায্য করেছেন এবং আরেকটি নতুন দিন উপহার দিয়েছেন। এ সবের জন্য আমি যদি তাঁর প্রশংসা-ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি তাহলে আমি আমার দায়িত্বে অবহেলা করলাম।

আবার যখন আমি স্কুলে রওয়ানা হই, তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করব, এখন আমার কি দায়িত্ব? উত্তর পাবো, এখন আমার দায়িত্ব হল ঠিকমত স্কুলে যাওয়া এবং মন দিয়ে পড়াশুনা করা। কিন্তু তা না করে যদি স্কুল ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই কিংবা সিনেমা দেখতে যাই তা হলে আমি আমার দায়িত্ব পালন করলামনা। যখন কোন ভিক্ষুককে আমার সামনে দেখতে পাই, তখনও আমি নিজেকে প্রশ্ন করব এখন আমার দায়িত্ব কি? উত্তর পাব আমার দায়িত্ব হল তাকে কিছু দান করা বা এই মুহূর্তে তার যা প্রয়োজন তা মিটিয়ে দেওয়া। সে আমার কাছে কিছু চাক বা না চাক। যদি তা না করি তাহলে আমার দায়িত্বটা এড়িয়ে চললাম।

আবার হতে পারে আমার সামনে কেউ ঝগড়া বা মারামারি করছে, তখনও আমি নিজেকে প্রশ্ন করব, এখন আমার কি দায়িত্ব? উত্তর পাবো, তাদের কাছে যাওয়া তাদেরকে থামানো এবং ভালভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিটমাট করে দেওয়া। তা না করে যদি তাদেরকে আরো উসকিয়ে দেই তাহলে আমি আমার দায়িত্ব পালন করলাম না। বরং তাদের ক্ষতি করলাম। আবার যখন দেখি কারো ঘরে আগুন লাগছে তখনও সেই একই প্রশ্ন করব, আমার এখন কি দায়িত্ব? উত্তর পাব আগুন নিভানোর কাজে তাদের সাহায্য করা সেই ঘরের লোকদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া মন যাতে ভেঙ্গে না পড়ে সেই জন্য সাহস যুগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু তা না করে যদি আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখি, ভিডিও করতে থাকি কিংবা তাদের কান্না দেখে উপহাস করি তাহলে আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম না। এইভাবে আমরা যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে নিজেকে প্রশ্ন করি এখন আমার দায়িত্ব কি? তবে এর উত্তর পেয়ে আমরা যদি সঠিক ভাবে আমাদের দায়িত্ব সমূহ পালন করতে পারি, নিঃসন্দেহে জীবনে স্বার্থকতা লাভ করে অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারবো।

তবে সর্বাগ্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন আমার ও আপনার জীবনের সব কিছু, একমাত্র অবলম্বন। এই কথা বিশ্বাস করি বা না করি। যদি কেউ বিশ্বাস করে তবে সে জীবনে উত্তীর্ণ হল। আর যদি কেউ বিশ্বাস না করে তবে রসাতলে গেল। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার ক্ষেত্র যে জিনিসটার প্রয়োজন তা হল নম্রতা। এই নম্রতা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ ক্ষমা করার ও ক্ষমা চাওয়ার পূর্ববর্তী ধাপই হল এই নম্রতা। নম্র মানুষই পারে তার সংকীর্ণতা, হিংসা অহংকার, রাগ এইসব ভুলে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে। যে নম্র হতে পারে না, সে ক্ষমা চাইতেও পারে না। ফলে সারা জীবন অশান্তির দাবানলে তাকে ধুকে ধুকে মরতে হয় সুতরাং ক্ষমা ছাড়া সুস্থ জীবন যাপনের আশা করা যায় না।

মানুষ হিসাবে আমরা অত্যন্ত দুর্বল, সংকীর্ণ, স্বার্থপর, তাই আমাদের স্খলন হবেই। তাইতো দেখা যায় সামান্য কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে, বোনে-বোনে, স্বামী-স্ত্রীতে, শাশুড়ী-বউয়ে এবং প্রতিবেশিদের মধ্যে ঝগড়া ও মনোমালিন্য যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। এর একমাত্র কারণ হল আমাদের মধ্যে ক্ষমা ও ভালবাসার অভাব। ক্ষমা মানে কেবল কারো দোষ ক্ষমা করা নয়। ক্ষমা হল সব চেয়ে অসুন্দর ও অযোগ্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে সবার জীবনকেই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া।

আমরা যদি যিশুর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিল ক্ষমার জীবন। পাপী-তাপী, ধনী-দরিদ্র সবাই ছিল তাঁর কাছে সমান। সবাইকে তিনি আপন করে নেন। যে শত্রুরা তাকে ক্রুশের উপর থেকে বলেছিলেন, "পিত ওদের ক্ষমা কর, কারণ ওরা কি করছে তা ওরা জানে না।" এইভাবে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে ক্ষমা ও ভালবাসার পথে চলতে হয়। যিশু ধনী-গরীব, পাপী-তাপী সবার সাথে চলাফেরা করেছেন। তিনি তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাদের অন্তর দেখতে পেরেছিলেন। তেমনি অন্যের মাঝে যিশুকে দেখতে পারা আরো সুন্দর।

মাদার তেরেজা অন্যের মাঝে বিশেষ করে গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে খ্রিস্টকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি প্রতিটি মানুষের মধ্যে যিশুকে দেখি। ক্ষুধার্ত যিশুকে অন্ন দেই, রোগাক্রান্ত যিশুর সেবা করি, বিবস্ত্র যিশুকে কাপড় পরাই, গৃহহীন যিশুকে আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করি।" সেবার গভীরে অগ্রসর হওয়ার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনকে আরো সুন্দর প্রার্থনাপূর্ণ ও খ্রিস্টময় করে তুলতে পারি। প্রতিটি মানুষ এ কথা ভাল করেই জানে এবং বলে যে, অনন্ত জীবন জাগতিক জীবনের চেয়ে উত্তম তবু সে জগতের অর্থ, ধনসম্পদ উপার্জনে দিনরাত সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। অর্থ, ধন-সম্পদ উপার্জন করা কোন-দোষের নয় যদি সেটা বৈধ ভাবে হয়। তবে অর্থ, ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দোষের হতে পারে। যারা সব সময় অর্থের কথাই চিন্তা করে তারাই হয় অর্থলোভী। একদল লোক আছে যারা কেবল মাত্র সঞ্চয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। আবার আরেক দল লোক আছে যারা বিলাসে জীবন যাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। অর্থ লোভে মানুষ সাধারণত স্বার্থপর হয়ে যায়। নিজের আধ্যাত্মিক বিষয় চিন্তা করেনা, অন্যের বিষয়েও উদাসীন হয়। সে কেবল অর্থের কথাই চিন্তা করে। ঈশ্বর বা নিজের আত্মার কথা চিন্তা করার সময় তার থাকে না। এমনকি নিজের সংসার নিজের মা-বাবা, আত্মীয়জন, স্ত্রী-পুত্রের বিষয় চিন্তা করার সময়ও তার থাকে না। অর্থের প্রতি মানুষের লোভ এতটাই বেড়ে যায় যে, সে জাল-জুয়াচুরি সব কিছুই করতে পারে। একজন মনীষী বলেছেন, "হিংস্র পশুরও লোভের একটি সীমা আছে। কিন্তু লোভী মানুষের লোভের সীমা নাই। পশু ক্ষুধিত হলে গোগ্রাসে খেতে থাকে। কিন্তু ক্ষুধা মিটে গেলে সে আর কিছুই খায় না। কিন্তু লোভী মানুষ কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয়না।" যত পায় ততই তার লোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সে ঈশ্বর ও মানুষকে গ্রাহ্য করেনা। ধনী হলেই যে লোভী হয় তা নয়, গরীবও লোভী হতে পারে। যে শুধু টাকা-পয়সা জমানোর জন্য লোভ করে, সে প্রায় নিষ্ঠুর হয়। সে পরের উপকারের জন্য একটা পয়সাও খরচ করেনা। শুধু নিজে খাবো, নিজে পড়বো এই চিন্তা নিয়ে দিন কাটায়।

মথি লিখিত পবিত্র মঙ্গলসমাচারের ১২ অধ্যায় ৪৬ থেকে ৫০ পদে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যিশু যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন একজন লোক এসে যিশুকে বলল, "দেখুন আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।" তখন যিশু তাকে বললেন, "কে আমার মা আর আমার ভাইয়েরাই বা কারা?" পরে তিনি তাদের বললেন,"যারা আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করেন, তারাই আমার ভাই, বোন আর মা।" এখানে যিশু শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, জাগতিকতাকে নয়। অর্থাৎ যিশু এখানে শুধুমাত্র ঈশ্বরের আদেশ পালনকারীদের তাঁর আপনজন ভাবতে চেয়েছেন। তাঁর অমূল্য বাণী যারা শ্রবণ করে ও সেইমত জীবন যাপন করে, তারাই যিশুর আত্মীয়স্বজন, তাঁর একান্ত আপনজন। আর যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেনা, তাঁর বাণী শ্রবণ করেন না, গির্জায় যান না, প্রার্থনা করেন না, যিশু তাদেরকে বিশেষভাবে তাঁর আপনজন হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। যারা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিতে চান, তিনি তাদেরকে তাঁর মা, ভাই, বোন হিসাবে আপন করে নিবেন এবং প্রচুর পরিমানে তাদের উপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকার আমাদের সবারই আছে। তবে তা আদায় করে নিতে হবে। যদি তা আদায় করতে পারি তবে আমি যিশুকে আমার জীবনে পেয়ে গেলাম। আর যদি না পারি তবে যিশুকে আমার জীবন থেকে হারালাম মনে রাখা দরকার যে, যিশুকে আমার জীবনে পাওয়া বা না পাওয়া সে চারটিখানি কথা নয়, এটা সারা জীবনের কথা। তাই যিশুকে আমার, আপনার জীবনে প্রতিদিন খুঁজে নিতে হবে। কারণ যিশুকে খুঁজে না নিলে আমি আমার নিজের যত বড় ক্ষতি করব, শয়তানও জগতের সমস্ত শত্রু মিলেও আমার ততবড় ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং আর দেরী নয়। সময় নষ্ট হয়েছে অনেক। এবার পালা যিশুকে খুঁজে নেবার।

আমরা জানি এবং মানি, যারা BBA, MBA, PHD কিংবা Doctorate ডিগ্রি লাভ করেন তারা সমাজের বা দেশ-বিদেশের চোখে খুব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। অন্য কথায় তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং সকলের কাছে সমাদৃত। অন্যদিকে যারা প্রতিদিন মালা প্রার্থনা করে, গির্জায় যায়, ধর্মীয় জীবন যাপন করে, তারাও BBA, MBA, PHD কিংবা Doctorate ডিগ্রিধারী থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের দৃষ্টিতে উভয় শ্রেণীর ডিগ্রিধারীগণ দুরত্বের দিক থেকে সমান হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান নাও হতে পারে। কারণ ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। আবার মানুষের মধ্যে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন। যেমন-লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১০ অধ্যায় ৩৮ থেকে ৪৮ পদে দেখতে পাবো মার্থা জাগতিক কাজ-কর্ম ও কথা বার্তায় খুব ব্যস্ত। অন্য দিকে মারীয়া আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়ে যিশুর পায়ের কাছে বসে নীরবে তাঁর কথা শুনছিলেন। দু'বোনের দৃষ্টিভঙ্গি দু'রকমের। তাদের উভয়ের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবু যিশু মারীয়ার ভূমিকাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

পরিশেষে, আবারও যিশুর সেই অমূল্য বাণীকে আমরা স্মরণ করে হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করি এবং বারবার অনুধ্যান করি, সমস্ত জগৎ লাভ করে যদি নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলি তবে তোমার আর আমার কি লাভ?

বয়স

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

ঢাকার রাস্তায় যান-জট হওয়াটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোন দিনের যান-জটের কারণ জানা যায়। কোন দিনেরটা আবার জানা যায় না। অফিস এবং স্কুল শুরু এবং ছুটির সময় এ শহরে যান-জট অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে।

মিসেস লাভলী এবং তাঁর ছেলে হেভেন চল্লিশ মিনিট যাবৎ যান-জটে আটকা পড়ে আছে। আসে-পাশে, সামনে-পেছনে অসংখ্য প্রাইভেট-গাড়ি, বাস, রিক্সা, সিএনজি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মিসেস লাভলী কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখছে। একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ যান-জটের মেয়াদ পয়তাল্লিশ মিনিট হলো। এতক্ষণ হেভেন গাড়ির টিভি স্ক্রিণে কার্টুন দেখছিলো, তাই কোন কথা বলেনি। মিসেস লাভলীও চাচ্ছিলো কার্টুন দেখে ছেলেটি যান-জটের যন্ত্রণা ভুলে থাকুক। কার্টুনের একটি পর্ব শেষ হওয়া মাত্র হেভেন মাকে জিজ্ঞেস করলো-

- মা, এত দেরী হচ্ছে কেন?

- যান-জট হয়েছে, বাবা।

- আচ্ছা মা, যান-জট হয় কেন?

- আমাদের শহরে গাড়ির সংখ্যার তুলনায় রাস্তা কম। তাছাড়া রাস্তায় চলাচল করার জন্য যে নিয়ম আছে তা আমরা মেনে চলিনা, তাই আমাদের শহরে এত যান-জট। মিসেস লাভলী কথা শেষ করতে পারে না, গাড়ি চলা শুরু করে।

অনেক পরিশ্রম এবং কৌশল কাজে লাগিয়ে মিঃ ও মিসেস লাভলী তাদের একমাত্র ছেলে হেভেনকে শহরের তথা দেশের নাম-করা স্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছে। এ স্কুলে সন্তান ভর্তি করানোটা অসাধ্য সাধন করার মতো ঘটনা। তাই স্বনামধন্য এ স্কুলটিতে ছেলে ভর্তি করাতে পারা বাবা-মা'দের চোখে-মুখে সব সময় একটি গর্বিত গর্বিত ভাব লক্ষ্য করা যায়।

আজ স্কুলে হেভেনের প্রথম দিন। প্রথম দিন ক্লাস বিধায় একটু আগেই ছুটি হয়েছে। কিন্তু যান-জটের কারণে মা-ছেলের বাসায় পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। বাসায় পৌঁছে এক গ্লাস ফলের জুস হেভেনের হাতে দিতে দিতে মিসেস লাভলী হেভেনকে জিজ্ঞেস করে-

- কেমন হলো তোমার প্রথম দিনের ক্লাস? নতুন বন্ধু কাউকে পেয়েছো কি?

- ভালোই হয়েছে মা। একজন বন্ধুও পেয়েছি। কিন্তু একটা বিষয় জানার ছিলো মা।

- কি বিষয়ে জানতে চাও, বলো।

- আচ্ছা মা, দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করেই তো শুধুমাত্র তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া যায়, তাই না?

- হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু কি হয়েছে? এমন প্রশ্ন করছো কেন?

- কারণ আছে মা। কারণটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমাদের ক্লাসের অধিকাংশ ছেলে তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি এমনকি কেউ কেউ পঞ্চম শ্রেণিতে পাস করে আমাদের সাথে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। আমাদের ক্লাসে আমরা মাত্র দুইজন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছি। অন্যদের তো পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু তা না করে ও'রা নিচের শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। জানো মা, আমাদের ক্লাসের কয়েকজনকে আমার কাছে বড় ভাইয়ার মতো মনে হয়েছে। আমাকে কি এ সকল বড় ভাইয়াদের সাথে ক্লাস করতে হবে? খেলতে হবে? ব্যাপারটা অবাক করার মতো, তাই না মা?

- হ্যাঁ, অবাক করার মতো ব্যাপারই তো বটে। কিন্তু কে কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে এসেছে তা তুমি জানলে কিভাবে?

- কারণ স্যার আমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলো। আমরাই স্যারকে জানিয়েছি কে কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে এসেছি। আমি তো ক্লাসেই ছিলাম তাই আমিও কে কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে এসেছে জানতে পেরেছি।

- ছাত্রদের উত্তর শুনে স্যার কি কিছু বলেছেন?

- হ্যাঁ বলেছেন তো। স্যার বলেছেন- তিনি শুনেছেন এ স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য কিছু পিতা-মাতা তাদের সন্তানের বয়স কমিয়ে দেখায় যাতে একাধিকবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করানো যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সকল পিতা-মাতাই যে এমন ঘটনা ঘটাচ্ছেন স্যার তা মোটেও ভাবেননি। স্যার আরও বলেছেন- তোমাদের জীবনের শুরুতেই একটি মিথ্যার ছাপ লেগে গেলো। ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের সঠিক জন্ম তারিখটা হয়তো বা বলতে পারবে কিন্তু সঠিক জন্ম সনটি তোমরা কখনোই বলতে পারবে না। তোমাদের সব সময় মিথ্যা জন্ম সনটি বলতে হবে। তাছাড়াও তোমাদের মধ্যে যাদের বয়স বেশি তাদের সাথে কম বয়সীদের পড়াশুনা এবং খেলাধুলাসহ অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমস্যা হবে। তাছাড়া বিষয়টি নিজেদের এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতারণাও বটে। আমি বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাবো। একটু থেমে হেভেন মাকে জিজ্ঞেস করে-

- আচ্ছা মা, তুমি আমার বয়স কমিয়ে দেখাওনি কেন? তাহলে আমিও আর একটু বড় হয়ে ভর্তি হতে পারতাম। জানো মা, আমরা যে দু'জন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছি, সত্যিই আমাদের দু'জনকে অনেক ছোট দেখায়। আমাদের ক্লাসের বড়রা যদি আমাদেরকে পিচ্চি ডাকে, অবহেলা করে তবুও তো আমরা কিছু বলতে পারবো না।

- আমরা খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীরা জন্ম তারিখ ও সন পরিবর্তন করতে পারি না। কারণ বাপ্তিস্মের সময় চার্চের রেজিস্টারে আমাদের নাম ও পিতা-মাতার নামের সাথে জন্মের সন ও তারিখ লেখা হয়। চার্চ থেকে প্রদত্ত জন্ম-সনদে এ তারিখ ও জন্ম-সনটি উল্লেখ করতে হয়। চার্চ কখনো মিথ্যা তথ্য দেবে না। আর সরকারী দপ্তরে জন্ম-নিবন্ধন করার সময় জন্ম সন পরিবর্তন করলে চার্চের জন্ম সনের সাথে তা মিলবে না। তাই আমাদের জন্ম তারিখ ও সন পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই।

- কিন্তু আমাদের এ ভাল স্কুলটিতে যেন একই বয়সী ছেলেরা ভর্তি হতে পারে তার জন্য কিছু করা যায় না, মা?

- আমার মনে হয় এটা শুধু তোমাদের স্কুলের সমস্যা না, আরও অনেক স্কুল আছে যেখানে এ বয়স-সংক্রান্ত সমস্যাটি আছে। এ সমস্যা সমাধানের পক্ষে প্রচারণা চালাতে হবে। যাতে সমস্যাটি সমাধানের জন্য ভাল একটি উপায় বের করা যায়।

- আচ্ছা মা, বাবা অফিস থেকে ফিরলে বাবার সাথে সমস্যাটি নিয়ে আলাপ করলে কেমন হয়?

- ঠিক বলেছো। তোমার বাবার সাথে আলাপ করলে একটি উপায় বের করা যাবে নিশ্চয়ই।

রাতে খাবার টেবিলে হেভেনের প্রথম দিনের স্কুলের অভিজ্ঞতা বিশেষ করে বয়স-সংক্রান্ত সমস্যাটি হেভেনের মা হেভেনের বাবাকে জানায়। হেভেনের বাবা বলে-

- বেশি বয়স, কম বয়স কোন সমস্যা না। ভালভাবে পড়াশুনা করলেই হবে।

- কেন সমস্যা না? অবশ্যই সমস্যা। যে

ছেলেটি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে এসে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তার তো ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা, ৪র্থ শ্রেণি পড়ে আসা ছেলেটির পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার কথা। এদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণি পড়া ছেলেটির শুধুমাত্র পড়াশুনার ক্ষেত্রে না, সকল ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা। যেমন: স্কুলে লেখা-পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন খেলা-ধুলার আয়োজন করা হয়। বয়সে বড়দের সাথে ছোটরা কি প্রতিযোগিতায় পারবে? পারবে না। এখানে শারীরিক সামর্থের বিষয়টিও দেখতে হবে। তাছাড়া স্কুলে অনেক একস্ট্রা কারিক্যুলাম থাকে এ সকল কালিক্যুলামগুলোতে সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বড়দের সাথে প্রতিযোগিতায় ছোটদের হিম্‌সিম্‌ খেতে হবে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে শেষ অবধি প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে বয়সে ছোটদের। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বয়সে ছোট ছেলেগুলো বড়দের নিকট থেকে যে অবহেলার শিকার হবে না, তা-ই-বা বলি কি করে।

- তাই তো। বিষয়টি তো আমি এভাবে ভাবিনি। এখানে তো শুধু বয়সের সমস্যা না। পড়াশুনায় এগিয়ে থাকার সমস্যাও আছে। যে ছেলেগুলো তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণির পড়া সমাপ্ত করে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তারা তো পড়াশুনায়ও এগিয়ে আছে। তাদের সাথে সবে মাত্র তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছেলেরা তো তাল মেলাতে পারবে না। শিক্ষকরাও দেখবে তার ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র সহজেই পড়া বুঝতে পারছে। শিক্ষকরা বিভ্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি পড়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছেলেদের কথা ভাববে না।

- হ্যাঁ, তুমি সমস্যাটি ধরতে পেরেছো। তুমি তো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাথে জড়িত আছো। এ বিষয়ে লিখে পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করো। তাহলে সাধারণ জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমস্যাটি সম্পর্কে জানতে পারবে।

- আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো। তবে আমার মনে হয় আমাদের হেভেন-এর স্কুল-কর্তৃপক্ষের সাথেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলা উচিৎ। এ বছর যেহেতু ভর্তি কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই এ বছর হয়তো কিছু করা যাবে না। তবে আগামীতে যেন বয়স-সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যথাযথ উদ্যোগ নেয় সে ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করতে পারি। আর যে ছেলেগুলো দ্বিতীয় শ্রেণির পড়া সমাপ্ত করে এ বছর তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তাদের ব্যাপারে যেন শিক্ষকগণ অধিক যত্নবান হন সে বিষয়টি নিয়েও আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারি।

পরের দিন সকালে হেভেন অবাক হয়ে দেখে মায়ের সাথে বাবাও গাড়িতে ওঠে তার স্কুলের দিকে যাচ্ছে। হেভেন বাবাকে জিজ্ঞেস করে- বাবা, তুমি অফিসে যাবে না?

- হ্যাঁ, অফিসে যাবো। তবে তুমি প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরে যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি আমাদের জানিয়েছো সে ব্যাপারে তোমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সাথে কথা বলে তারপর অফিসে যাবো।

- সত্যিই বাবা! তোমরা সমস্যাটি নিয়ে কথা বলবে?

- অবশ্যই বলবো। এটাতো শুধু আমাদের সমস্যা না। এটা আরও অনেকের সমস্যা। এ সমস্যার একটি যথাযথ সমাধান বের করতে হবে।

- স্কুল থেকে ফিরেই কি আমি সমাধানের কথা জানতে পারবো, বাবা? হেভেন জানতে চায়-

- না হেভেন, যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য একটু সময় লাগে। তবে আশা করি এ সমস্যাটির একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হবে।

- অবশ্যই হবে বাবা। কারণ আমার মা ও বাবা সব পারে॥

Study/Visit Visa/Work Permit

অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের সাম্প্রতিক Study & Spouse Visa Success

আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada, USA, UK, Japan এ Study Visa প্রসেস করছি।
বড় ধরনের সুখবর হলো-আমরা ইটালী, মাল্টা, পোল্যান্ড, লিথুনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং-এর জন্য আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।
সীমিত সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীগণ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

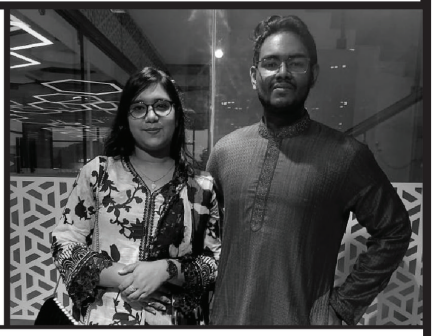

* আমরা Student Visa-র জন্য Financial Sponsorship বিষয়ে Bank Loan পেতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
* আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada, USA, Australia, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANT

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01688-944200

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৩৩৪/২৩

নতুন জীবনের সন্ধান

তেরেজা পেরেরা (মনি)

দূর থেকে বাতাসের সাথে ভেসে আসা গির্জার ঘন্টা ধ্বনিতে ঘুম ভাঙ্গে আদির। তবুও সে উঠলো না। আড়ামোড়া খেয়ে আবার আরামে ঘুমাচ্ছে। আদির মা ঘরে এলো, বললো তাকে- বাবা আদি, ঘুম থেকে উঠো। আজ যে রবিবার। গির্জায় যেতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হও। আদির বাবা নেই। মা-ই তাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন। মা তাকে খ্রিস্টীয় আদর্শে বড় করেছেন। অনেক নম্র-ভদ্র ছেলে। প্রতিবেশিরা সকলে তাকে অনেক ভালোবাসে। আদি সবসময় তার মায়ের বাধ্য হয়ে চলে। মাকে সে কখনো কষ্ট দেয় না। খারাপ বন্ধুদের সাথে সে মেলামেশা করে না।

মা, আদির ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, আদি তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হয়ে মায়ের ঘরের দিকে যেতে যেতে মাকে ডাকে- মা, ও মা, তুমি কই। দেখ আমি প্রস্তুত। চলো গির্জায় যাবো। মা-ও প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে আদি সত্যিই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। মা তার কপালে আদরের একটা চুমো খেলেন, আর বললে- আমার লক্ষ্মী ছেলে। আদি মায়ের সাথে গির্জায় যায়। ও বলতে ভুলে গেলাম। সময়টা ছিল নভেম্বর মাস। অর্থাৎ মৃতলোকের মাস। আদি মায়ের সাথে গির্জায় বসে এবং অনেক মনোযোগ সহকারে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। সেদিন গির্জায় পাল-পুরোহিত অনেক সুন্দর করে মৃত্যুর বিষয়ে উপদেশ দিলেন, যা আদির হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে তুললো। উপদেশে ফাদার বললো- মৃত্যু হলো অনন্তরাজ্যের প্রবেশদ্বার। যারা পৃথিবীতে ভালো কাজ করে তারা স্বর্গরাজ্যে যায়, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা নরকে যায়। আদি, ফাদারের উপদেশের কথাগুলো অনেক গভীর ভাবে ধ্যান করতে লাগলো। সে একই সাথে ভাবতে লাগলো তার সহপাঠী নীলয়ের কথা। নীলয় আর আদি একই সাথে পড়াশোনা করতো। কিন্তু মাঝপথে নীলয় আস্তে আস্তে মন্দের দিকে চলে যায়। খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে জীবনটাকে শেষ করেছে। এখন সে শুধু নিজেকে, আর তার খারাপ জগতটাকে নিয়েই আছে। আদি ভাবলো, আমিও তো পারি- আমার সুন্দর কথা, সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর জীবনাদর্শ দ্বারা আমার সহপাঠী নীলয়কে ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে। তাকে সুন্দর জীবন যাপনে সাহায্য করতে। নতুন পথ দেখিয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে। আদি মনে মনে যিশু ও মা-মারীয়ার কাছে অনুগ্রহ যাচ্না করলো যেন সে তার সহপাঠীকে ভাল করতে পারে।

আদি ও তার মা খ্রিস্টযাগ শেষ করে কবরস্থানে যায়। তার বাবার কবরে গিয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে ও প্রার্থনা করে। এরপর তারা বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল। ঐদিন রাতেই আদি তার সেই সহপাঠীর কথা মাকে জানায়। মা- তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দেন। আদি মায়ের সাপোর্টে অনেক খুশি হয়। একদিন আদি তার ঐ সহপাঠীর সাথে অনেক সময় ধরে কথা বলে। তাকে সে বলে যে, তুমি মন্দ পথ ত্যাগ কর, সুন্দর জীবনযাপন কর, আর সর্বদা সুন্দর মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো- তোমার সকল সুন্দর গুণের মধ্যদিয়ে। সে তার সাথে ঐ দিন রবিবারে ফাদারের উপদেশও সহভাগিতা করলো। আদি বললো, ভালো জীবনযাপন করে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। এই পৃথিবীতে আমরা যাই-ই করি না কেন, তার ফল আমাদের পেতেই হবে। এছাড়া আদি নীলয়কে আরো অনেক কথা বললো। আদির কথা শুনে নীলয়ের মধ্যে হঠাৎ একটা অনুতাপ এলো। সে বলে উঠলো, আদি তুমি আমার অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দিয়েছো। এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি অনেক মন্দ ভাবে জীবনযাপন করেছি। দিনের পর দিন আমি জীবনটাকে নরকে যাওয়ার জন্য গড়ে তুলেছি। মৃত্যুর বিষয়ে আমি কখনো এতটা চিন্তা করিনি। আসলে সত্যি কথা বলতে কি জানো- আমি কখনো ভালো মানুষের সঙ্গ পাইনি। আদি আজ থেকে তুমি আমার সত্যিকারের ভালো একজন বন্ধু। এভাবে তারা দুজনে অনেক ভালো বন্ধু হয়ে উঠলো। তারা রবিবারে নিয়মিত একসাথে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। ভালো ভাবে জীবনযাপন করে। অন্যদের সাথে সুন্দর আচরণ, সুন্দর ব্যবহার করে। ধীরে ধীরে নীলয় অনেক ভালো হয়ে যায়। একই সাথে সে নতুন জীবন গড়ে তোলার সন্ধান পায়। তারা দুজনেই আসন্ন আগমনকাল ও বড়দিনের জন্য অনেক ভালো প্রস্তুতি নিতে লাগলো, যেন আগমনকালে অনেক ভালো প্রস্তুতি নিয়ে বড়দিনে শিশু যিশুকে ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারে। আর সত্যিই তারা ঠিক করলো যে, আগমনকালে অনেক দয়ার কাজ, পুণ্যের কাজ, অনেক ত্যাগস্বীকার করবে এবং এগুলোই বড়দিনের রাতে শিশু যিশুকে উপহার দিবে। নীলয় তার সুন্দর জীবনের জন্য শিশু যিশুকে ধন্যবাদ জানাবে।

এসো বন্ধুরা, আমরাও আদি ও নীলয়ের ন্যায় সুন্দর জীবনযাপন করে নিজ জীবনে, অন্যের জীবনে, পরিবারে, মণ্ডলীতে, সমাজে ও দেশের জন্য, তথা বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য সুন্দর কাজ করি॥

ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৭৪/৪ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ গভঃ রেজিঃ নং- ০১৩৩২/০৬
ফোন (অফিস)ঃ ০২-২২৩৩৩১৪০৫১, মোবাইলঃ ০১৮৬৪-২৯৩২৬৫, ই-মেইলঃ pcccu.ltd@gmail.com

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজঃ শুক্রবার, বিকাল ৪:০০ টায় আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দিন মিল্‌কি অডিটোরিয়াম, খামারবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫** অত্র সমিতির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির কেবলমাত্র সক্রিয় ক্রেডিট এবং সঞ্চয়ী সদস্যগণ আমন্ত্রিত। আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী সদস্যগণদের সমিতির আইডি কার্ড বা পাশবুক প্রর্দশনপূর্বক ৩টা হতে সভা আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত বৈকালিক ও রাতের আহারের খাদ্যকুপন এবং কোরাম পূর্তি লটারীর আর্কষণীয় পুরস্কারের টোকেন গ্রহণ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

সভার আলোচ্যসূচীঃ

০১. রেজিস্ট্রেশন, কোরাম পূর্তি ঘোষণা, আসন গ্রহণ, প্রার্থনা, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, প্রয়াত সদস্যগণের স্মরণ ও নীরবতা পালন, কার্যবিবরণী সংরক্ষণকারী মনোনয়ন।
০২. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
০৩. ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন, সংযোজন বিয়োজন, অনুমোদন ও ফলোআপ।
০৪. ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদন।
০৫. ম্যানেজারের প্রতিবেদন, হিসাব-নিকাশ, বাজেট পেশ, আলোচনা এবং অনুমোদন।
০৬. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
ক) ঋণ নিরাপত্তা স্কীম, খ) নিয়মিত ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতাদের রিবেট প্রদান,
গ) ঋণের সিলিং বর্ধিতকরণ ও নীতিমালার পরিবর্তন করণ, ঘ) নিবাসে জমিজমা/বাড়ী ক্রয়/ নির্মাণের বিপরীতে প্রয়োজনমত দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ঋণ প্রদান, ঙ) সমিতির বর্তমান সময়ে খেলাপি ঋণের অবস্থা।
০৭. সুপারভাইজারী কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
০৮. উপ-আইন সংশোধনী (সংযুক্তি অনুসারে)।
০৯. নতুন প্রকল্প পরিকল্পনার প্রস্তাবনা: ক) নিবাসে আগ্রহী সদস্যগণের বাড়ীঘর ক্রয়/নির্মাণ, জমিজমা ক্রয়/বিক্রয়ে আর্থিক সহয়তা প্রদান, খ) নিয়মিতভাবে ঋণের সুদসহ কিস্তি পরিশোধকারীগণকে বৎসরান্তে পরিশোধিত ঋণের বিপরীতে রিবেট প্রদান করা।
১০. বিবিধ আলোচনা।
১১. ধন্যবাদ ও সমাপনী বক্তব্য এবং শেষ প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- ১। সমবায় আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণের কিস্তি বা ঋণের সুদ পরিশোধে অনিয়মিত থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন।
২। অত্র নোটিশের কপি এবং ২০২২ - ২০২৩ অর্থ বৎসরের উদ্বৃতপত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে সকলের অবগতির জন্য দেয়া হয়েছে। ২৫তম এজিএম এর প্রতিবেদন এর কপি সমিতির অফিস চলা-কালীন সময় সদস্যগণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

বাবু অলটার গোমেজ
সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত)
ডিপিসিসিসিইউলিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য ১) জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা। ২) মেট্রোপলিটান থানা সমবায় কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৩৬/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২২ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**সহকারী শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণি)**	**৫ জন (নারী প্রার্থী)**	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ, বি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২.	**সরকারী শিক্ষক (১ম - ৫ম শ্রেণি) ফ্রি-স্কুল, মিরপুর**	**২ জন (নারী প্রার্থী)**	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ, বি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩.	**কাউন্সেলর (খণ্ডকালীন) ওয়াইডাব্লিউসিএ স্কুল**	**১ জন (নারী প্রার্থী**	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ কল্যাণ/মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স, মাষ্টার্স হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২/৩বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪.	**আয়া/ক্লিনার**	**৫ জন (নারী)**	- নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী পাশ - কর্মঠ ও পরিশ্রমী হতে হবে। অনুরূপ পদে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ

১. *প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।*
২. *সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।*
৩. *বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।*
৪. *জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।*

সম্পূর্ন আবেদনপত্র **আগামী ১৫ ডিসেম্বর,২০২৩ খ্রিস্টাব্দ** *এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরন করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে ।*

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

পুণঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২২ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালোবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে।
'ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ' আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**দিবা-যত্ন কেন্দ্র সুপারভাইজার**	১ জন (নারী)	• শিশুদের জন্য মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করা • শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিনোদন ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা • ডে-কেয়ার সেন্টারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা • সেবা প্রদানকারী কর্মীর কাজ নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান করা।	• যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। • বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • শিশু বিকাশ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি : বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
- জীবন বৃত্তান্তের সাথে পরিচিত দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরন করতে হবে।
  কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/৩৬৬/২৩

আলোকিত শিশু প্রকল্পের ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

প্রিন্স গমেজ ১৩ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ বারাকা আলোকিত শিশু প্রকল্প স্থানীয় দাতা, সমমনা প্রতিষ্ঠান, সাহায্যকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগীত ও ফুল দিয়ে অতিথিদের বরণ করা হয়।

ফিল্ড অফিসার মিসেস লিভা লিওনী রোজারিও তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, যে শিশুরা রাস্তায় বড় হয়েছে, জন্মের পর থেকেই হিংস্রতা এবং নির্যাতনের শিকার তাদেরকে নিরাপদ আবাসস্থল দিতে বারাকা কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম।

বারাকা আলোকিত শিশু প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার শাহিনুর খাতুন প্রকল্পের অনুদানের প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর মুক্ত আলোচনায় রাসেল মুন উপস্থিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শুভাকাঙ্ক্ষীদের বারাকার এই মহৎ কাজে সামিল হতে এবং অনুদান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করেন।

লিডো এর কর্মী মো: নাজমুল ইসলাম অপু বলেন, লিডো ও বারাকা, আলোকিত শিশু প্রকল্পের মধ্যে এমইউ সম্পন্ন হলে কাজের আরোও পরিধির বিস্তার ঘটবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি রেজাউল বলেন, "ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ইতোপূর্বে বারাকার সেবাগ্রহীতা ৩০জন মেয়ে শিশুকে বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক সেশন প্রদান করে। আগামীদিনগুলোতে তিনি বারাকার সাথে কাজ করার ও শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে সেশন প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন বলেন, "ভালোবাসা নিয়ে পথ শিশুদের পাশে থাকলে এবং তাদের যথাযথ সুযোগ প্রদান করলে তারা মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।"

এ্যান্থনি প্রিন্স গমেজ তার সমাপনী বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে বারাকার পরিচালক ও ম্যানেজার এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, বিভিন্ন সামাজিক দলের পরোপকারী সদস্য সহ মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেন। (জিও থেকে ৩জন, বিভিন্ন এনজিও থেকে ১২ জন, ব্যবসায়ী ৮জন, সামাজিক দল শাপলা ১জন, কমলা দল ১জন, ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের প্রশিক্ষক ২জন এবং ৩জন বারাকা কর্মী)॥

দোম আন্তনীও পালকীয় কেন্দ্রে এসএসপি (SSP) কোর্সের উদ্বোধন

লর্ড রোজারিও গত ২৭ অক্টোবর দোম আন্তনীও পালকীয় কেন্দ্রে সারা বাংলাদেশের ২০ জন ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের নিয়ে শুরু হয় Special Study Programme-SSP কোর্স। এ বছর উক্ত কোর্সের দায়িত্ব পালন করছেন ফাদার তাপস হালদার। গত ২৭ অক্টোবর খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ এবং সহার্পন করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণ, দোম আন্তনীও কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার নয়ন গোছাল, কোর্স ডিরেক্টর ফাদার তাপস হালদার। এছাড়াও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ৩জন ব্রাদার ও সেমিনারীয়ানগণ এই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার খোকন বলেন, তোমরা এই সুযোগ পেয়েছ কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছেন। এ সময়ে তোমাদের যা শেখানো হবে তা ভালো করে আয়ত্ব করবে।

দোম আন্তনীও কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার নয়ন বলেন, "আগামী তিনমাস তোমরা এখানে থাকবে এবং অনেক কিছু শিখবে। তোমরা এই গৃহকে নিজেদের বাড়ি মনে করবে এবং সেভাবে যত্ন নিয়ে জিনিসপত্র ব্যবহার করবে।

কোর্স ডিরেক্টর ফাদার তাপস সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই প্রোগ্রামে মূলত ইংরেজী শেখার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলা এবং প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখতে চেষ্টা করবে। আমি তোমাদের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

পরিশেষে পরিচয় পর্ব ও রাতের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য এ বছর বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে মোট ২০ জন এ কোর্সে অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে বরিশাল থেকে ৬জন, সিলেট থেকে ৫জন, রাজশাহী থেকে ৩জন, খুলনা থেকে ১জন, চট্টগ্রাম থেকে ১জন, ঢাকা থেকে ২জন, ময়মনসিংহ থেকে ২জন।

"মা মারীয়ার স্মরণে বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ"

দানিয়েল রোজারিও গত ৩১ অক্টোবর জপমালা রাণী মা মারীয়ার মাসের সমাপনী উপলক্ষে দোম আন্তনীও পালকীয় কেন্দ্রে বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। রোজারিমালা প্রার্থনায় সারা বিশ্বের চলমান যুদ্ধ ও আমাদের দেশে নানা সমস্যা সংগঠিত বিশৃঙ্খলার অবসান ও সকলের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। রোজারিমালা প্রার্থনা শেষে মা মারীয়ার মূর্তি সহযোগে শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করা হয়। প্রবেশপথে সকলের হাতে সন্ধির প্রতীক স্বরূপ জলপাই পাতা প্রদান করা হয় যা শান্তি বিনিময়ের সময় একে অপরের সাথে আদান প্রদান করে। মা মারীয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মা-মারীয়ার মধ্যস্থতায় সকলের মঙ্গল কামনা করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার তাপস হালদার এবং ধর্মপ্রদেশীয় ২০ জন সেমিনারীয়ান এতে অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার বলেন, যে যা দেখতে পায় সে তার আশা কেনই বা করবে। অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে যা দেখতে পাই তার আশা কেন করব? অনেক সময় আমরা পৃথিবীর সম্পদের প্রতি মোহ এগুলোর পৃতি আকৃষ্ট হই কিন্তু আমাদের এসব কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যাবে না। আমাদের ঐশরাজ্যের পথে এগোতে হবে। পরিশেষে সকলে সন্ধির প্রতীক জলপাই পাতা মা মারীয়ার চরণতলে প্রদান করে এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করে॥

এপিসকপাল যুব কমিশনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

সজল বালা ▯ এপিসকপাল যুব কমিশনের গৌরবময় ২৫ বছরের পূর্তি উপলক্ষে গত ১০-১১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, সিবিসিবি সেন্টারে উদ্‌যাপন করা হয় "রজত জয়ন্তী উৎসব"। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্রগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ, বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ, বিশপ রমেন বৈরাগী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সিলেট ধর্মপ্রদেশ, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ। এছাড়াও অনেক ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার এবং গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে তিলক চন্দন দিয়ে এবং বাজনা বাজিয়ে মঞ্চের সামনে নিয়ে আসা হয়। এরপর জয়ন্তী উদযাপনের ভূমিকা পাঠ করেন ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি, জাতীয় যুব সমন্বয়কারী। জাতীয় পতাকা, যুব কমিশনের পতাকা ও জুবিলী পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পর শান্তির প্রতীক ও জুবিলী উৎসবের কবুতর অবমুক্তকরণ করেন প্রধান ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ। জুবিলীর লোগো উন্মোচন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এর পরপরই লোগোর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। পরে একটি যুবর‍্যালী বের করা হয় যা আসাদ গেট টাউন হল মোড় ঘুরে সিবিসিবিতে এসে শেষ হয়।

১ম দিনের অনুষ্ঠানের ২য় অংশে সকলে হলরুমে প্রবেশ করলে অতিথিদের আসন গ্রহণ, উদ্বোধন প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্যে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি উপস্থিত সকলকে জুবিলী উৎসবের শুভেচ্ছা জানান এবং জুবিলী উৎসব পালনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, জুবিলী বর্ষে নবীণ-প্রবীন সকলেই যেন অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখে কোথায় উত্তম হয়েছে এবং আগামীতে উত্তম হতে আরও কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে। এরপর ডকুমেন্টারির মাধ্যমে বিগত বছরগুলোর যুব কমিশনের ইতিহাস ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণকে উত্তরীয় এবং ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এরপরেই জুবিলীর ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন ও কেক কাটেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ। রাতের আহার গ্রহণের পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লটারি ড্র করা হয় এতে সকল ধর্মপ্রদেশের যুবারা অংশগ্রহন করে। পরের দিন সকালে নাস্তার পরে যুব সঙ্গীত ও দলীয় নাচ এবং প্রয়াত সেবাকর্মীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপরেই যুব সেবা দলের ও যুব কমিশনের সেবা কর্মীদের অনুভূতি প্রকাশ, উত্তরীয় ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং বর্তমান যুব সমন্বয়কারী ও সেক্রেটারিদের ও নির্দিষ্ট যুবক-যুবতীদের অনুভূতি, উন্মুক্ত আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা করা হয়। এরপর জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ শুরু হয়। পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে তাকে সহায়তা করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ভাটিকান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মন্সিনিয়র মারিনকো আন্তনোভিচ এবং প্রায় ৩০ জন যাজক। তিনি তার সহভাগিতায় উল্লেখ করেন, জুবিলী পালন করার তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য। যুবাদের উদ্দেশে পোপ মহোদয়ের বাণী উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা শুধু মণ্ডলীর ভবিষ্যত নও তোমরাই বর্তমান।" তিনি আরও বলেন, যুবারা, মণ্ডলী তোমাদের ভালোবাসে, তোমরা মণ্ডলীতে আরও বেশি সক্রিয় হও, কোন ভয় নেই তোমাদের। এরপর ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি, জুবিলী উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং সার্বিক সহায়তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। জুবিলী অনুষ্ঠানে অতিথি এবং অংশগ্রহণকারী মিলে সর্বমোট প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ঢাকার আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন

সজল বালা ▯ “বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সেবার যাত্রাপথে ঢাকায় শতবর্ষী আর্চবিশপ ভবন” শিরোনামে ১৭ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, মহাসমারোহে এবং ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবেশে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের রমনার অমলোদ্ভবা মারীয়া’র ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে উদ্‌যাপিত হলো আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ, ওএমআই, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি, বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, মাননীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং, সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং গণ্যমান্য অতিথীসহ প্রায় ২৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ, ওএমআই কর্তৃক জাতীয় ও জুবিলী পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত ও কবুতর অবমুক্তকরণের মধ্য দিয়ে শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় ।

স্বাগত বক্তব্যে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ বলেন, “শতবর্ষের এই জয়ন্তী উৎসব আমাদের সকলের জন্যেই অনেক আনন্দময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের যাত্রাপথে কত স্মৃতি বিজড়িত এই উৎসবটি। এটি একটি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর মাহেন্দ্রক্ষণ ও প্রেরণা দানকারী একটি শুভ মুহূর্ত যা ভবিষ্যতের জন্য দিশারী হয়ে থাকবে।”

মহাখ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি’ক্রুজ, ওএমআই, সহার্পিত খ্রিস্টযাগে তাকে সহায়তা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’ রোজারিও সিএসসি ও বিশপ রমেন বৈরাগী এবং অন্যান্য বিশপ ও ফাদারগণ। সহভাগিতায় তিনি বলেন, “ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর মাতৃধর্মপ্রদেশ। এই মহাধর্মপ্রদেশ থেকেই পর্যায়ক্রমে জন্ম হয় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশ। আজকের এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমি কন্যা ধর্মপ্রদেশ চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট তথা বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। একই সাথে জয়ন্তী উৎসবের অনুগ্রহ ধারা আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।”

তিনি আরও বলেন “এই ভবন শুধু একটি ভবন নয়, এই ভবন থেকে অত্র অঞ্চলে খ্রিস্টের বাণী প্রচারিত হয়েছে। এই ভবনে যে সমস্ত বিশপ, আর্চবিশপগণ থেকেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যারা পরলোকগমন করেছেন তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।”

খ্রিস্টযাগ শেষে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা ‘শতবর্ষী’র মোড়ক উন্মোচন এবং কেক কাটেন কার্ডিনাল, আর্চবিশপ ও অন্যান্য অতিথি বর্গ। আর্চবিশপ ভবনের ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র ‘ বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সেবাকর্মের বাতিঘর ‘ঢাকার আর্চবিশপ ভবন’ প্রদর্শিত হয়।

বিকালে জুবিলীর উপর দিক নির্দেশনামূলক সহভাগিতা করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’ রোজারিও, সিএসসি। তিনি বলেন, মণ্ডলীতে সেবা করার ক্ষেত্রে দুটো দিক রয়েছে মানবিক এবং ঐশ্বরিক। এই ভবনটি যখন স্থাপন করা হয়েছিল তখন আশীর্বাদের ফলে এটি শুধু জাগতিক ভবন নয় হয়েছিল ঐশ্বরিক নিদর্শনও। এই ভবনে থেকে যারা বিভিন্ন সেবাকাজ করে গেছেন তাদেরকে শুধু স্মরণই করি না প্রণিপাত করি, শ্রদ্ধা জানাই ।

ফাদার প্রশান্ত থিয়োটনিয়াস রিবেরু তার সহভাগিতায় আর্চবিশপ হাউজের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ বলেন, এ দালানটি শতবর্ষ পার করেছে। মনে করি আরও একশ বছর টিকে থাকবে। দালানের মত আমাদের বিশ্বাসের জীবন যাপন করা উচিৎ যা অনেকদিন টিকে থাকবে।

ফাদার আবেল বি. রোজারিও তার স্মৃতিচারণায় তুলে ধরেন ছোটবেলা থেকে যেভাবে এই ভবনটিকে তিনি দেখেছেন। তিনি সেমিনারীয়ান হিসেবে এই ভবনে থাকাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরেন ।

ফাদার ফ্র্যাংক কুইলিভেন, সিএসসি এই ভবনের এবং এখানে বাস করা বিভিন্ন বিশপ এবং ফাদারদের সাথে বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরেন।

মি জেরাল্ড রড্রিক্স বলেন, তিনি সেমিনারীয়ান হিসেবে এই ভবনে থেকেছেন এর সাথে জড়িয়ে আছে তার অনেক স্মৃতি। মিসেস হেলেন রোজারিও তার সহভাগিতায় বলেন, তিনি তার ছোটবেলা থেকেই এই ভবনের সাথে জড়িত। বিশেষ করে কলেজে থাকাকালীন ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই ভবন এবং এখানে বসবাসরত প্রয়াত বিশপ ও ফাদারদের কথা তিনি স্মৃতিচারণ করেন।

এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে ভাটিকান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মন্সিনিয়র মারিনকো আন্তনোভিচ।

জুবিলী অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ফাদার আলবাট টমাস রোজারিও সবাইকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, বিশেষভাবে বৈরি আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও এত মানুষের উপস্থিতির জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

এরপরই ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে জুবিলী অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়॥

ঢাকার আর্চবিশপ হাউজের শতবর্ষ (১৯২৩-২০২৩) পূর্তি উদ্‌যাপন

জুবিলী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকা শতবর্ষী'র মোড়ক উন্মোচন

কেক কেটে জুবিলী'র আনন্দ সহভাগিতা

ঢাকার আর্চবিশপ হাউজের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে বক্তব্য রাখেন:

মন্সিনিয়র মারিনকো আন্তলোভিচ
চার্জ দ্যা এফেয়ার্স, ভাটিকান দূতাবাস

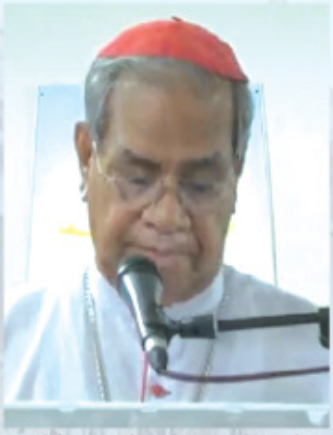

মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা

ফাদার প্রশান্ত থিয়োটনিয়াস রিবেরু
পালক-পুরোহিত, কাফরুল ধর্মপল্লী

ঢাকার আর্চবিশপ হাউজের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে অনুভূতি ব্যক্ত করেন যারা:

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, সিএসসি

ফাদার আবেল বি. রোজারিও

হেলেন রোজারিও

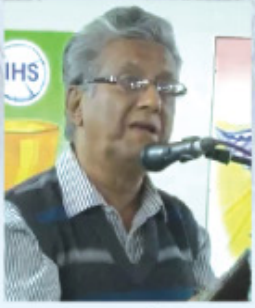

জেরাল্ড রড্রিক্স

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু অংশ

জুবিলীতে অংশগ্রহণকারী কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ ও যাজকগণ

ঢাকার আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষের জুবিলীতে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঈশ্বর আমাদের সবার মঙ্গল করুন।

জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রিয় কমিটি
ঢাকার আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৪৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 43
Regd. No. DA-33
❖ 26 November - 2 December, 2023, ১১ - ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঢাকার আর্চবিশপ হাউজের শতবর্ষ (১৯২৩-২০২৩) পূর্তি উদ্‌যাপন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবুতর অবমুক্তকরণ

মহাখ্রিস্টযাগের শোভাযাত্রায় যাজকগণ

জুবিলী খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী ব্রতধারিণীদের একাংশ

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী মাননীয় সাংসদগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

জুবিলী প্রদীপ প্রজ্বলনরত মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী বিশ্বাসীভক্তজনগণ

খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকারী আর্চবিশপ, কার্ডিনাল, বিশপ ও যাজকবর্গ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org